সংগঠন পদ্ধতি
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৫০৫ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯

সংগঠন পদ্ধতি
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

প্রকাশক ঃ আবু তাহের মুহাম্মাদ মা’ছুম
চেয়ারম্যান, প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৫০৫ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯
ফ্যাক্স ঃ ৯৩৩৯৩২৭

প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বর - ১৯৮৩

৪৪তম মুদ্রণ ঃ জানুয়ারী - ২০১৯
পৌষ - ১৪২৫
জমাদিউল আউয়াল - ১৪৪০

নিট মূল্য ঃ ৩০.০০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র

মুদ্রণে ঃ আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৪৫৭৪১,৯৩৫৮৪৩২

SANGATHAN PADDHATI, Bangladesh Jamaate Islami, Published by : Abu Taher Mohammad Ma’sum, Chairman, Publication Department, Bangladesh Jamaate Islami, 505 Elephant Road, Baro Moghbazar, Dhaka-1217.
Net Price : Taka 30.00 (Thirty) only.

প্রকাশকের কথা

ইসলামী আন্দোলনের বাহন হচ্ছে সংগঠন। সংগঠন বা সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া কোন আন্দোলনই সফলকাম হতে পারে না। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন সংগঠনের মাধ্যমে একদল সৎ ও যোগ্য লোক তৈরী করেছেন তেমনি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নীতি অনুসরণে এ দেশের মানুষ থেকেই এক দল সৎ, যোগ্য ও দেশ প্রেমিক লোক তৈরী করতে চায়। এ কাজকে সুন্দর, সঠিক ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সম্পাদন করার জন্য জামায়াতে ইসলামী যুগোপযোগী বিজ্ঞানসম্মত ০৪ (চার) দফা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। সংগঠন পদ্ধতি বইটি মূলত জামায়াতের ৪ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নের পদ্ধতিগত বিষয় সমূহের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সমষ্টি। নৈতিক ও গঠনতান্ত্রিক নীতিমালা ঠিক রেখে পরিবেশ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এসব পদ্ধতি ও কৌশলে পরিবর্তন আসতে পারে।

সূচিপত্র

প্রথম দফা কর্মসূচি ঃ দাওয়াত ও তাবলীগ (চিন্তার পরিশুদ্ধি ও পুনর্গঠন)

- ❖ ব্যক্তিগত যোগাযোগ ১৩
- ❖ গ্রুপ ভিত্তিক যোগাযোগ ১৪
- ❖ ইসলামী সাহিত্য বিতরণ ১৪
- ❖ বই বিলি কেন্দ্র স্থাপন ১৪
- ❖ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ১৪
- ❖ বই বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন ও ব্যক্তিগতভাবে বই বিক্রয় ১৪
- ❖ পরিচিতি, লিফলেট বিলি ও পোস্টারিং ১৪
- ❖ মাসিক সাধারণ সভা ১৫
- ❖ দাওয়াতী জনসভা ও ইসলামী মাহফিল ১৫
- ❖ দাওয়াতী ইউনিট গঠন ১৬
- ❖ আলোচনা সভা, সুধী সমাবেশ ১৬
- ❖ সিরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাহফিল ১৬
- ❖ আল-কুরআনের দারস ও তাফসীর মাহফিল ১৬
- ❖ ইসলামী দিবস পালন ১৬
- ❖ মসজিদ ভিত্তিক দাওয়াতী কাজ ১৬
- ❖ পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে দাওয়াত ১৭
- ❖ দাওয়াতী সপ্তাহ পালন ও দাওয়াতী অভিযান ১৭
- ❖ জুম'আ বক্তৃতা ও ঈদগাহে আলোচনা ১৭
- ❖ দাওয়াতী চিঠি ১৭
- ❖ দাওয়াতী বই উপহার ১৭
- ❖ ইফতার মাহফিল ১৮
- ❖ সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম ১৮

- ❖ চা-চক্র ও বনভোজন ১৮
- ❖ হামদ, নাত ইত্যাদি চর্চা ১৮
- ❖ দাওয়াতী ক্যাসেট তৈরি ও প্রচার ১৮

দ্বিতীয় দফা কর্মসূচি ঃ সংগঠন ও প্রশিক্ষণ

- ❖ জামায়াতের সংগঠন ১৯
- ❖ জামায়াতের সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য ১৯
- ❖ জামায়াতের স্তর বিন্যাসের ২টি দিক ২০
- ❖ সহযোগী সদস্য ২০
- ❖ কর্মী ২০
- ❖ সদস্য (রুকন) ২০
- ❖ সাংগঠনিক কাঠামোর স্তরবিন্যাস ২১
- ❖ কেন্দ্র ঃ জাতীয় কাউন্সিল ২২
- ❖ আমীরে জামায়াত ২২
- ❖ মজলিসে শূরা ২২
- ❖ কর্মপরিষদ ২২
- ❖ নির্বাহী পরিষদ ২৩
- ❖ কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারী ২৩
- ❖ জেলা/মহানগরী আমীর সম্মেলন ২৩
- ❖ জেলা/মহানগরী আমীর ২৩
- ❖ জেলা/মহানগরী মজলিসে শূরা ২৩
- ❖ জেলা/মহানগরী কর্মপরিষদ ২৪
- ❖ জেলা/মহানগরী সদস্য (রুকন) বৈঠক ও সম্মেলন ২৪
- ❖ জেলা/মহানগরী বৈঠক ২৪
- ❖ জেলা/মহানগরী পর্যায়ে বিভাগ বণ্টন ২৪
- ❖ উপজেলা/থানা আমীর বা সভাপতি ২৪
- ❖ উপজেলা/থানা মজলিসে শূরা ২৪
- ❖ উপজেলা/থানা কর্ম পরিষদ ২৫

❖ উপজেলা/থানা সদস্য (রুকন) বৈঠক ২৫
❖ উপজেলা/থানা বৈঠক ২৫
❖ সংগঠিত উপজেলা/থানা ২৫
❖ পৌরসভা ২৫
❖ পৌরসভা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড ২৬
❖ পৌরসভা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড আমীর বা সভাপতি ২৬
❖ পৌরসভা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড সদস্য (রুকন) বৈঠক ২৬
❖ পৌরসভা/ইউনিয়ন বৈঠক ২৬
❖ সংগঠিত ইউনিয়ন ২৬
❖ ওয়ার্ড ২৭
❖ দাওয়াতী ইউনিট ২৭
❖ ইউনিট ২৭
❖ ইউনিট প্রোগ্রাম ২৮
❖ কর্মী বৈঠক ২৮
❖ পারিবারিক ইউনিট ২৮
❖ মহিলা বিভাগ ২৯
❖ টার্গেট ভিত্তিক যোগাযোগ ২৯
❖ দাওয়াতী টার্গেট ২৯
❖ কর্মী টার্গেট ৩০
❖ সদস্য (রুকন) টার্গেট ৩০
❖ কর্মী যোগাযোগ ৩১
❖ সফর ৩২
❖ পরিকল্পনা ৩২
❖ সাংগঠনিক পক্ষ/সপ্তাহ পালন ৩৩
❖ নেতৃত্ব নির্বাচন ৩৪
❖ বাইতুলমাল ৩৪
❖ রেকর্ডিং ৩৫
❖ রেজিস্টার ৩৬

❖ ফাইল ৩৭
❖ রিপোর্ট সংরক্ষণ ৩৭
❖ অফিস ৩৮
❖ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ৩৮
❖ পাঠ্যসূচি ভিত্তিক ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন ৩৮
❖ প্রশিক্ষণ বৈঠক ৩৯
❖ সামষ্টিক পাঠ ৩৯
❖ পাঠচক্র ৩৯
❖ আলোচনা চক্র ৪০
❖ শিক্ষা বৈঠক ৪১
❖ শিক্ষা শিবির ৪১
❖ গণ শিক্ষা বৈঠক ৪২
❖ গণ নৈশ ইবাদাত ৪২
❖ ব্যক্তিগত রিপোর্ট সংরক্ষণ ৪২
❖ মুহাসাবা ৪৩
❖ বক্তৃতা অনুশীলন ৪৪
❖ দোয়া, যিকর, নফল ইবাদাত ৪৪
❖ সামষ্টিক খাওয়া ৪৫
❖ আত্মসমালোচনা ৪৬

তৃতীয় দফা কর্মসূচি ঃ সমাজ সংস্কার ও সমাজ সেবা

❖ প্রচলিত কুসংস্কার সম্পর্কে সতর্কীকরণ ৪৭
❖ ইসলামী আচার অনুষ্ঠান চালুকরণ ৪৮
❖ পেশা ভিত্তিক দাওয়াতী কাজ ৪৮
❖ গণশিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন ৪৯
❖ মসজিদ সংস্কার ৪৯
❖ হাট-বাজার সংস্কার ৪৯

❖ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ৫০
❖ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণ ৫০
❖ ক্লাব, সমিতি ও শরীর চর্চা কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা ৫০
❖ সমাজ বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা ৫১
❖ অপসংস্কৃতি রোধ ও ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ ৫১
❖ ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ ৫২
❖ দুঃস্থ মানবতার সেবা ৫৩
❖ দাতব্য চিকিৎসালয় ৫৩
❖ রোগীর পরিচর্যা ৫৩
❖ পরিচ্ছন্নতা অভিযান ৫৩
❖ রাস্তাঘাট মেরামত ৫৪
❖ অফিস আদালতে কাজের সহযোগিতা ৫৪
❖ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আকস্মিক দুর্ঘটনায় জনগণের পাশে দাঁড়ানো ৫৪
❖ দুর্দশাগ্রস্ত বিত্তহীন ও ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ৫৫
❖ গরীব ছাত্রদের সহযোগিতা দান ৫৫
❖ বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান ৫৫
❖ কর্জে হাসানা ৫৫
❖ ভ্রাম্যমাণ দাতব্য চিকিৎসালয় ৫৬
❖ বিয়ে-শাদী ৫৬
❖ পত্র-পত্রিকায় লেখা প্রেরণ ৫৬
❖ মাইয়েতের কাফন-দাফন ও জানাযায় অংশগ্রহণ ৫৬
❖ প্রতিষ্ঠিত সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের সহযোগিতা ৫৬
❖ সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা সৃষ্টি ৫৭

চতুর্থ দফা কর্মসূচি ঃ রাষ্ট্রীয় সংস্কার ও সংশোধন

❖ সমাজ বিশ্লেষণ ৫৮
❖ রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ৫৮
❖ বিবৃতি প্রদান ৫৯

❖ স্মারকলিপি পেশ ৫৯
❖ দাওয়াতী জনসভা ৬০
❖ পথসভা, গণজমায়েত, মিছিল, জনসভা, বিক্ষোভ ৬০
❖ প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ ৬০
❖ রাজনৈতিক যোগাযোগ ৬১
❖ সাংবাদিকদের সাথে যোগাযোগ ও সাংবাদিক সম্মেলন ৬১
❖ বার লাইব্রেরীতে যোগাযোগ ৬১
❖ ব্যবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ ৬১
❖ পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ৬১
❖ জনমত গঠন ৬২
❖ নির্বাচন ৬২
❖ রাজনৈতিক বিভাগ সৃষ্টি ৬৩
❖ যাকাত আদায়ের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি ৬৩
❖ সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক জুলুমের প্রতিবাদ ও সমাধান পেশ ৬৪

পরিশিষ্ট-১

সদস্যের (রুকনদের) মান ও জরুরী জ্ঞাতব্য ৬৫

পরিশিষ্ট-২

কর্মী গঠন ও কর্মীদের মানোন্নয়ন ৬৬

পরিশিষ্ট-৩

সম্মেলন ও বৈঠকাদি পরিচালনা ৬৮

পরিশিষ্ট-৪

বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যসূচির বিষয়সমূহ ও আলোচ্য বিষয় ৭৩

বিসমিল-াহির রাহমানির রাহীম

ভূমিকা

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, বাংলাদেশের বুকে ইসলামের সুবিচারপূর্ণ শাসন কায়েমের মহান উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ তথা সারা বিশ্বে সার্বিক শান্ড়ি প্রতিষ্ঠা ও মানব জাতির কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তি ও সমাজকে ইসলামের আলোকে গড়ে তোলা ও পরিচালনা করা জামায়াতের আশু লক্ষ্য। এটাই আল-াহর সন্তুষ্টি অর্জনের একমাত্র পথ। জামায়াতে ইসলামী আল-াহর সন্তুষ্টি অর্জনের এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই দ্বীন প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন কর্মসূচি
বাস্ড়বায়িত করছে।

এ মহান লক্ষ্য অর্জনের জন্য সর্বাধিক প্রয়োজন একটি মজবুত সংগঠন। আর মজবুত সংগঠন গড়ে তোলার জন্য সংগঠনের জনশক্তিকে সংগঠন পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ও জ্ঞান দেয়া প্রয়োজন। সে প্রয়োজনকে সামনে রেখেই ‘সংগঠন পদ্ধতি ঃ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী’ রচিত।

সংগঠন পদ্ধতির ২টি দিক গুর“ত্বপূর্ণঃ-

১। কর্মনীতি বা কর্ম কৌশল;

২। কর্মসূচি বা আন্দোলনের বহুমুখী কাজের নির্ঘণ্ট।

(ক) জামায়াতের স্থায়ী কর্মনীতি

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কর্মনীতি গঠনতন্ত্রে বর্ণিত হয়েছে এভাবে ঃ

১। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ড় গ্রহণ কিংবা কোন কর্মপন্থা গ্রহণের সময় জামায়াত সংশি-ষ্ট বিষয়ে শুধুমাত্র আল-াহ ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশ ও বিধানের প্রতি গুর“ত্ব প্রদান করিবে।

২। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিলের জন্য বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এমন কোন উপায় ও পন্থা অবলম্বন করিবে না যাহা সততা ও

বিশ্বাসপরায়ণতার পরিপন্থী কিংবা যাহার ফলে দুনিয়ায় ফেতনা ও ফাসাদ (বিপর্যয়) সৃষ্টি হয়।

৩। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী উহার বাঞ্ছিত সংশোধন ও সংস্কার কার্যকর করিবার জন্য নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করিবে। অর্থাৎ ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষের মানবিক, নৈতিক চরিত্রের সংশোধন এবং বাংলাদেশকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করিবার লক্ষ্যে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর অনুকূলে জনমত গঠন করিবে।

জামায়াতের প্রতিটি কাজ উল্লিখিত কর্মনীতি অনুসরণ করে চলার গুরুত্ব অপরিসীম।

ইসলাম মানব জাতির প্রতি চির সাফল্যের যে মহান দাওয়াত নিয়ে এসেছে, নবী-রাসূলগণ যে দাওয়াত মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন সে শাশ্বত দাওয়াত জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে।

১। সাধারণভাবে সকল মানুষ ও বিশেষভাবে মুসলিমদের প্রতি আল্লাহর দাসত্ব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনুগত্য করিবার আহ্বান।

২। ইসলাম গ্রহণকারী ও ঈমানের দাবিদার সকল মানুষের প্রতি বাস্তব জীবনে কথা ও কাজের গরমিল পরিহার করিয়া খাঁটি ও পূর্ণ মুসলিম হওয়ার আহ্বান।

৩। সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সুবিচারপূর্ণ শাসন কায়েম করিয়া সমাজ হইতে সকল প্রকার জুলুম, শোষণ-দুর্নীতি ও অবিচারের অবসান ঘটানোর আহ্বান।

(খ) জামায়াতের স্থায়ী কর্মসূচি ঃ

রাসূল (সা.) যে কর্মসূচির মাধ্যমে একটি সফল সমাজ বিপ্লব সাধন করে তদানীন্তন বিশ্বে আমূল পরিবর্তন এনেছিলেন, সে বিপ্লবী কর্মসূচিকেই জামায়াতে ইসলামী তার কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করেছে যা নিম্নরূপ ঃ

১। চিন্তার পরিশুদ্ধি ও পুনর্গঠন ঃ বাংলাদেশের সকল নাগরিকের নিকট ইসলামের প্রকৃত রূপ বিশে-ষণ করিয়া চিন্ড়ার বিশুদ্ধিকরণ ও বিকাশ সাধনের মাধ্যমে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের অনুসরণ ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনুভূতি জাগ্রত করা।=

২। সংগঠন ও প্রশিক্ষণ ঃ ইসলামকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিবার সংগ্রামে আগ্রহী সৎ ব্যক্তিদিগকে সংগঠিত করা এবং তাহাদিগকে ইসলাম কায়েম করিবার যোগ্যতাসম্পন্ন হিসাবে গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ দান করা।

৩। সমাজ সংস্কার ও সমাজ সেবা ঃ ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে সামাজিক সংশোধন, নৈতিক পুনর্গঠন ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধন এবং দুস্থ মানবতার সেবা করা।

৪। রাষ্ট্রীয় সংস্কার ও সংশোধন ঃ গণতান্ত্রিক পন্থায় সরকার পরিবর্তন এবং সমাজের সর্বস্ড়রে সৎ ও চরিত্রবান নেতৃত্ব কায়েমের চেষ্টা করা।

প্রথম দফা কর্মসূচি ঃ দাওয়াত ও তাবলীগ

দাওয়াতের মাধ্যমে চিন্তার পরিশুদ্ধি ও পুনর্গঠনের কাজ
গঠনতন্ত্রের ভাষায় জামায়াতের প্রথম দফা কর্মসূচি হলো ঃ

"বাংলাদেশের সকল নাগরিকের নিকট ইসলামের প্রকৃতরূপ বিশে- ষণ করিয়া চিন্ড়র বিশুদ্ধিকরণ ও বিকাশ সাধনের মাধ্যমে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের অনুসরণ ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনুভূতি জাগ্রত করা।"

প্রথম দফার তিনটি দিক ঃ

১। সকল নাগরিকের নিকট ইসলামের সঠিক ধারণা তুলে ধরা।
২। ব্যক্তি ও সমাজের ভেতর ইসলাম বিরোধী ধ্যান-ধারণার অবসান।
৩। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার জন্য উৎসাহ প্রদান।

এ দফার কাজগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। ব্যক্তিগত যোগাযোগ (টার্গেট ভিত্তিক ও সাধারণ)।
২। গ্রুপ ভিত্তিক যোগাযোগ
৩। ইসলামী সাহিত্য বিতরণ
৪। বই বিলিকেন্দ্র স্থাপন
৫। পাঠাগার প্রতিষ্ঠা

৬। বই বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন ও ব্যক্তিগতভাবে বই বিক্রয়
৭। পরিচিতি, লিফলেট বিতরণ ও পোস্টারিং
৮। মাসিক সাধারণ সভা
৯। দাওয়াতী জনসভা ও ইসলামী মাহফিল
১০। দাওয়াতী ইউনিট গঠন
১১। আলোচনা সভা ও সুধী সমাবেশ
১২। সিরাতুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাহফিল
১৩। আল কুরআনের দারস ও তাফসীর মাহফিল
১৪। ইসলামী দিবস পালন
১৫। মসজিদ ভিত্তিক দাওয়াতী কাজ ও মসজিদ সংগঠিতকরণ
১৬। পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে দাওয়াত সম্প্রসারণ
১৭। দাওয়াতী সপ্তাহ/পক্ষ পালন ও দাওয়াতী অভিযান/গণসংযোগ অভিযান
১৮। জুম'আ বক্তৃতা ও ঈদগাহে আলোচনা
১৯। দাওয়াতী চিঠি/ফোন আলাপ ও ইন্টারনেট ব্যবহার
২০। দাওয়াতী বই উপহার প্রদান
২১। ইফতার মাহফিল
২২। সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম
২৩। চা-চক্র ও বনভোজন
২৪। হামদ-না'ত ইত্যাদির চর্চা
২৫। দাওয়াতী ক্যাসেট তৈরি ও প্রচার

নিম্নে উপরিউক্ত প্রত্যেকটি কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো

১। ব্যক্তিগত যোগাযোগ

ক) টার্গেট ভিত্তিক দাওয়াত ঃ

ব্যক্তিগতভাবে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একজন লোককে দ্বীন ইসলাম বুঝানো সহজ। কাছে বসে আলাপ করলে সহজেই একজন লোককে জানা বা বুঝা যায়। তার মন-মানসিকতা বুঝে কথা বলা যায়। শ্রোতাও তাতে ধীর-স্থিরভাবে তার কথাবার্তা মন দিয়ে শোনার সুযোগ পায়। ফলে ভাবের আদান-প্রদান সহজ হয়। একটা আন্ড়রিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। এ কারণেই এ দফা বাস্ড়বায়নে ব্যক্তিগত যোগাযোগই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রত্যেক কর্মীর ব্যক্তিগত যোগাযোগের মানসিকতা থাকতে হবে। পরিকল্পনা ও নিষ্ঠার সাথে প্রচেষ্টাও চালু থাকতে হবে। এভাবেই দৈনন্দিন কাজের ব্যস্ড়তার

মধ্যেও দ্বীন ইসলামের দাওয়াত মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছিয়ে দেয়া সম্ভব। টার্গেট নেয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ লোকদেরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। (কর্মী রিপোর্ট বইতে টার্গেট ভিত্তিক ব্যক্তিগত যোগাযোগের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া আছে)।

খ) সাধারণ দাওয়াত ঃ টার্গেটকৃত লোকজন ছাড়া সময় সুযোগ বুঝে ব্যক্তিগতভাবে যে কোন লোককেই দাওয়াত দিতে চেষ্টা করা উচিত। কারণ আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান জানানো মুমিনের উপর আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব। তিনি যেখানেই যাবেন সেখানেই ব্যাপকভাবে এ কাজ করবেন।

২। গ্রুপভিত্তিক যোগাযোগ

এটাও দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেয়ার একটা সুন্দর ব্যবস্থা। দাওয়াতী কাজকে ব্যাপক করার জন্য একাধিক কর্মীর সমন্বয়ে একটি গ্রুপ তৈরি করতে হবে। এ গ্রুপের একজন পরিচালক থাকবেন। তারা একটা এলাকা বেছে নেবেন। নির্দিষ্ট দিন তারিখ ঠিক করে কোন একটা জায়গায় মিলিত হবেন। তারপর উক্ত এলাকায় প্রতিটি ঘরে দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেবেন।

৩। ইসলামী সাহিত্য বিতরণ

কথায় সব কাজ হয় না। তা ছাড়া এক ব্যক্তির পক্ষে সব সময় সব কথা বলাও সম্ভব নয়। এ কারণে দাওয়াত সম্প্রসারণের জন্য ইসলামী সাহিত্যের সহযোগিতা নিতে হবে।

৪। বই বিলিকেন্দ্র স্থাপন

প্রতিটি সক্রিয় ইউনিটে দাওয়াতী বই সম্বলিত একটি বই বিলিকেন্দ্র থাকা দরকার। কর্মীদের নিজেদেরও একটি ব্যক্তিগত লাইব্রেরী থাকা দরকার।

৫। পাঠাগার প্রতিষ্ঠা

সর্বসাধারণের পড়ার জন্য এলাকার উৎসাহী লোকদেরকে নিয়ে ইসলামী পাঠাগার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

৬। বই বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন ও ব্যক্তিগতভাবে বই বিক্রয়

ইসলামী বই কেনার জন্য লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করাও আমাদের দাওয়াতী কাজের একটা অংশ। এজন্য জায়গায় জায়গায় বই বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করাটা আমাদেরই কাজ।

৭। পরিচিতি, লিফলেট বিলি ও পোস্টারিং

পরিচিতি বিতরণের কাজ নিয়মিত হওয়া দরকার। ব্যক্তিগত যোগাযোগ, গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত, মাসিক সাধারণ সভা ইত্যাদি সময়ে পরিচিতি বিতরণ ফলপ্রসূ হয়। এছাড়া যখন যেখানে সুযোগ পাওয়া যাবে সেখানেই পরিচিতি বিতরণ করা উচিত। এ জন্য প্রত্যেক কর্মী সব সময় তার সাথে জামায়াত পরিচিতি রাখবেন। বিতরণের রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

লিফলেট ইত্যাদি সাধারণত প্রয়োজনের মুহূর্তে বিতরণ করতে হয়। লিফলেট ইত্যাদি হাতে পৌঁছার পর সংগঠনের দেয়া নির্ধারিত সময়ের ভেতরেই বিতরণ করতে হবে। যেন একটি লিফলেটও অপব্যবহার না হয় বা পড়ে না থাকে। এছাড়া প্রয়োজনে স্থানীয়ভাবে লিফলেট ছাপিয়ে বিতরণ করা যেতে পারে।

৮। মাসিক সাধারণ সভা

পৌরসভা/ইউনিয়ন বা ওয়ার্ডের উদ্যোগে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে মাসিক সাধারণ সভা করতে হবে। সকল কর্মী তাদের টার্গেটকৃত লোকদেরকে সভায় উপস্থিত থাকার জন্য ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াত দেবেন। এলাকার সকল সহযোগী সদস্যকে উক্ত বৈঠকে হাজির করার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করবেন। গ্রুপভিত্তিক দাওয়াতী কাজের সময়ও সাধারণ সভার দাওয়াত দেওয়া যেতে পারে। মাসিক সাধারণ সভায় ইসলামী আদর্শ, আন্দোলন ও সংগঠন সম্পর্কে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করবেন। সাধারণ সভার জন্য ভালো জায়গা নির্ধারণ করতে হবে, যেন সবাই নিঃসংকোচে উপস্থিত থাকতে পারেন।

মাসিক সাধারণ সভায় উপস্থিত লোকদের সাথে পরবর্তীতে পরিকল্পিত উপায়ে সাক্ষাৎ করা দরকার। তাদেরকে কর্মী হিসেবে গঠনের উদ্দেশ্যে এবং আন্দোলনে সক্রিয় করে তোলার জন্য এ সাক্ষাত চেষ্টা চালাতে হবে।

মাসিক সাধারণ সভায় দারসে কুরআন বা দারসে হাদীস এবং বিষয়ভিত্তিক আলোচনার জন্য কোন মেহমান হলে ভাল হয়। আগে থেকে চেষ্টা করলে এ ধরনের মেহমান পাওয়া যেতে পারে।

৯। দাওয়াতী জনসভা ও ইসলামী মাহফিল

ইসলামী জীবন বিধান মেনে চলার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, জামায়াতের দাওয়াত, দ্বীন প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে দাওয়াতী জনসভা ও ইসলামী মাহফিল করা যেতে পারে। ইসলামের পক্ষে জনমত সৃষ্টিই হবে এ ধরনের মাহফিলের লক্ষ্য।

১০। দাওয়াতী ইউনিট গঠন

জামায়াতে ইসলামী ইসলামী সমাজ কায়েমের দাওয়াতকে গ্রামে-গঞ্জে, মহল-া ও বস্ড়িতে পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে ব্যাপকভাবে দাওয়াতী ইউনিট গঠন করে থাকে।

এরূপ দাওয়াতী ইউনিটের সহযোগী সদস্যগণকে নিয়ে মাঝে মধ্যে দাওয়াতী বৈঠক বা দারসে কুরআনের প্রোগ্রাম করা যায়।

১১। আলোচনা সভা, সুধী সমাবেশ

দাওয়াতের বিশেষ মাধ্যম হলো আলোচনা সভা ও সুধী সমাবেশ। স্থানীয় সংগঠন নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট স্থানে এক বা একাধিক বক্তাকে নিয়ে পূর্ব ঘোষণা মুতাবিক এ ধরনের প্রোগ্রাম করতে পারে।

১২। সিরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাহফিল

রাসূলুল-াহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনী আলোচনা সিরাতুন্নবী মাহফিল নামে পরিচিত। প্রধানত রবিউল আউয়াল মাসে সিরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তবে এ মাস ছাড়াও নবী জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনার জন্য সারা বছরই সময়-সুযোগ মত সিরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাহফিল হতে পারে।

১৩। আল-কুরআনের দারস ও তাফসীর মাহফিল

আল-কুরআনের দারস ও তাফসীরের মাধ্যমে দ্বীনের দাওয়াত প্রদান দাওয়াতের একটি উত্তম মাধ্যম।

১৪। ইসলামী দিবস পালন

মুসলিম সমাজে প্রচলিত ইসলামী দিবসসমূহে আলোচনা সভা ও মাহফিল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে দাওয়াতী কাজ করা যায়।

১৫। মসজিদ ভিত্তিক দাওয়াতী কাজ ও মসজিদ সংগঠিতকরণ

সম্ভব হলে মসজিদের নিকটবর্তী এলাকার লোকদের জন্য মাসিক ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠান ও মসজিদের নিকট ইসলামী বই প্রদর্শন ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন, মসজিদে মুসলি-দেরকে নিয়ে দিনের যে কোন ওয়াক্তে নামায বাদ তাফহীমুল কোরআন অথবা সংকলিত হাদীস গ্রন্থ থেকে অংশ বিশেষ পাঠ করে শুনানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

১৬। পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে দাওয়াত সম্প্রসারণ

আদর্শের প্রচারের জন্য পত্র-পত্রিকা এক গুর“ত্বপূর্ণ গণমাধ্যম। তাই আদর্শের পতাকাবাহী দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকাগুলোর বহুল প্রচার

দাওয়াত সম্প্রসারণে সহযোগিতা করবে। কাজেই এগুলোর ব্যাপক প্রসারের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৭। দাওয়াতী সপ্তাহ/পক্ষ পালন ও দাওয়াতী অভিযান/ গণসংযোগ অভিযান

পরিকল্পনা মুতাবিক বছরে এক বা একাধিকবার দাওয়াতী সপ্তাহ/পক্ষ দাওয়াতী অভিযান বা গণসংযোগ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

১৮। জুম'আ বক্তৃতা ও ঈদগাহে আলোচনা

জুম'আর খুতবার পূর্বে উপস্থিত মুসল-ীদের উদ্দেশ্যে আলোচনা পেশ করা যেতে পারে। ঈদের দিন ঈদগাহেও আলোচনা রাখার চেষ্টা করা উচিত।

১৯। দাওয়াতী চিঠি, ফোন আলাপ ও ইন্টারনেট ব্যবহার

চিঠি, ফোন আলাপ ও ইন্টারনেট ব্যবহারকে দাওয়াত প্রদানের একটা ভাল মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। দাওয়াতের এ পদ্ধতি খুবই ফলপ্রসূ। নিজের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব যাদেরকে দেশে ও প্রবাসে ব্যস্ত থাকার কারণে সরাসরি দাওয়াত প্রদান সম্ভব হয় না তাদেরকে আল-াহর দ্বীনের পথে ডাকার এ জাতীয় মাধ্যম কার্যকর পন্থা।

২০। দাওয়াতী বই উপহার

আমাদের দেশে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান যেমন বিয়ে-সাদী ইত্যাদিতে উপহার প্রদানের রেওয়াজ চালু রয়েছে এবং অনেকেই এ ধরনের উপহারগুলো সযত্নে সংরক্ষণ করে থাকেন। এ সকল অনুষ্ঠানে গতানুগতিক উপহার সামগ্রী প্রদানের পরিবর্তে পবিত্র কুরআনের তাফসীর, হাদীস সংকলন বিভিন্ন দাওয়াতী বই বা মানসম্পন্ন ইসলামী সাহিত্য প্রদান করা যেতে পারে।

২১। ইফতার মাহফিল

আত্মশুদ্ধির মাস রমযান মাসে জামায়াত কর্মী ও দায়িত্বশীলগণ ব্যক্তিগতভাবে বা সংগঠনের মাধ্যমে এলাকার লোকজনকে নিয়ে ইফতার মাহফিলের ব্যবস্থা করতে পারেন।

২২। সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম

জামায়াতের দাওয়াতকে বিশিষ্ট লোকদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম করা যেতে পারে।

২৩। চা-চক্র ও বনভোজন

সব মানুষকে একইভাবে আন্দোলনে আকৃষ্ট করা যায় না। বিভিন্ন রুচি ও প্রকৃতির মানুষ নিয়ে আমাদের কাজ। এর জন্য প্রয়োজন বৈচিত্র্যের। চা-চক্র এ ধরনের একটা অনুষ্ঠান।

২৪। হামদ, না'ত, কিরাআত ইত্যাদি চর্চা

অপসংস্কৃতির সয়লাবে ভেসে যাওয়া বর্তমান সমাজ জীবনে হামদ, না'ত ও কিরাআত চর্চা ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে লোকদের মাঝে ইসলামের সৌন্দর্য, ঈমানের দাবি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি মহব্বত, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ইত্যাদির অনুভূতি জাগিয়ে দেয়া সম্ভব।

২৫। দাওয়াতী ক্যাসেট তৈরি ও প্রচার

বর্তমান কালে রেডিও, টেলিভিশন, ক্যাসেট, ওয়েবসাইট, ই-মেইল ও ফিল্ম তৈরী ও প্রদর্শনী ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নিয়েছে। এসবের মাধ্যমে কুরআন তিলাওয়াত, হামদ, না'ত, ইসলামী গান ও দাওয়াতী বক্তৃতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিক্ষা ও জীবনী দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত জনগণের মধ্যে সহজে প্রচার করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় দফা কর্মসূচি ঃ সংগঠন ও প্রশিক্ষণ

গঠনতন্ত্রের ভাষায় জামায়াতের দ্বিতীয় দফা কর্মসূচি হলো ঃ
"ইসলামকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিবার সংগ্রামে আগ্রহী সৎ ব্যক্তিদিগকে সংগঠিত করা এবং তাহাদিগকে ইসলাম কায়েম করিবার যোগ্যতাসম্পন্ন হিসাবে গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ দান করা।"
দ্বিতীয় দফার প্রধানত দুটো দিক রয়েছে ঃ

(ক) সংগঠন ও
(খ) প্রশিক্ষণ

ক) জামায়াতের সংগঠন

জামায়াতের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, দাওয়াত ও কর্মসূচির সাথে যারা মনে-প্রাণে একমত হন তারাই জামায়াতে শামিল হতে পারেন। জামায়াতে শামিল কোন ব্যক্তিকে প্রথমেই সদস্য করা হয় না। সহযোগী সদস্য হিসেবে শামিল হওয়ার পর কাজের মাধ্যমে সদস্যের মানে উন্নীত করা হয়। তাই সহযোগী সদস্য হওয়ার পর কর্মী মান অতিক্রম করে সদস্য হওয়ার জন্য চেষ্টা চালাতে হয়।
জামায়াতের সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য

জামায়াত ভারসাম্যপূর্ণ, বিজ্ঞানসম্মত, মানুষের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল, গতিশীল, বাস্তবধর্মী এবং দায়িত্বশীল একটি সংগঠন। নিম্নে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করলেই তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

১। জামায়াতের সকল নীতি ও সিদ্ধান্ত পরামর্শের ভিত্তিতে গৃহীত হয়।
২। অভ্যন্তরীণ পরিবেশ উন্নত রাখার জন্য পারস্পরিক সংশোধনের সম্মানজনক পদক্ষেপ নেয়া হয়।
৩। সকল নীতি ও সিদ্ধান্ত কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষার নিরিখে গ্রহণ করা হয়।

জামায়াতের স্তর বিন্যাসের দু'টি দিক ঃ

(ক) সাংগঠনিক জনশক্তির স্তর বিন্যাস
(খ) সাংগঠনিক কাঠামোর স্তর বিন্যাস

(ক) সাংগঠনিক জনশক্তির স্তর বিন্যাস ঃ জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে জনশক্তিকে সদস্য (রুকন) ও সহযোগী সদস্য ২ (দুই) ভাগে ভাগ করা থাকলেও কার্যত জনশক্তি তিন ভাগে বিভক্ত। সহযোগী সদস্য, কর্মী ও সদস্য (রুকন)। নিম্নে তার পরিচয় দেয়া হলো ঃ

১। সহযোগী সদস্য ঃ জামায়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে একমত হয়ে তিন দফা দাওয়াত মানসিকভাবে গ্রহণ করলে এবং চার দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নে আগ্রহ প্রকাশ করলে যে কোন ব্যক্তি (মুসলিম/অমুসলিম) জামায়াতের সহযোগী সদস্য হতে পারেন।
২। কর্মী ঃ জামায়াতের সহযোগী সদস্যদের মধ্য থেকে যাঁরা নিয়মিতভাবে বৈঠকে যোগদান করেন, ইয়ানত দেন, রিপোর্ট রাখেন ও বৈঠকে পেশ করেন এবং দাওয়াতী কাজ করেন ও সামাজিক কাজ করেন তাদেরকে জামায়াতের কর্মী বলা হয়।
অবশ্য ইসলামের জ্ঞান অর্জন, ইসলামী অনুশাসন মেনে চলা, জামায়াতের নিয়ম-শৃংখলা মেনে চলা, স্বতঃস্ফূর্তভাবে জামায়াতের কাজ করা, লেন-দেন ও ব্যবহারে নিষ্ঠা ও সততার পরিচয় দেয়া, তীব্র দায়িত্বানুভূতি থাকা ইত্যাদিও কর্মীর গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত।
৩। সদস্য (রুকন) ঃ জামায়াতের গঠনতন্ত্রে বর্ণিত শর্তাবলী ও নিয়ম মেনে যে কোন কর্মী জামায়াতের সদস্য (রুকন) হতে পারেন। জামায়াতের মূল জনশক্তি হচ্ছে সদস্য (রুকন)। সদস্যদের

(রুকনদের) দ্বারা নেতৃত্ব নির্বাচিত হয়। নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, কাজের অগ্রগতির তদারকও হয় এদের দ্বারাই। মোটকথা জামায়াতকে সঠিকভাবে এগিয়ে নেয়া সদস্যগণেরই দায়িত্ব। সহযোগী সদস্য ফরম পূরণ করে একজন লোক জামায়াতের সীমানায় আসে মাত্র। চিন্তায় ও চেতনায় জামায়াতের লক্ষ্যকেই নিজ জীবনের লক্ষ্য মনে করা, কর্মনীতি ও কর্মসূচি মুতাবিক সমস্ত কাজ করা, সঠিকভাবে জামায়াতের গঠনতন্ত্র ও নীতিমালা মেনে চলা, আচার-ব্যবহার লেন-দেনে সতর্ক মুসলিমের পরিচয় দেয়া ইত্যাদি গুণাবলী একজন কর্মীর ভেতর বাস্তবভাবে দেখা না গেলে তাকে সদস্য (রুকন) করা হয় না।

আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনদের জান-মাল ক্রয় করে নিয়েছেন। এছাড়া কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী একজন মুমিনের নামায, কাজ-কর্ম, জীবন-মৃত্যু সবকিছু একমাত্র বিশ্ব জগতের প্রভু আল্লাহরই জন্য। অর্থাৎ আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনে জান্নাত পেতে হলে আল্লাহর কাছে নিজেকে সোপর্দ করে দেয়া জরুরী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহ মুতাবিক আল্লাহর কাছে নিজেকে সোপর্দ করার পথ একটাই- তা হলো দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত কোন জামায়াতে একাত্ম হয়ে জীবন পরিচালনা করা। জামায়াত দ্বীন প্রতিষ্ঠার এ ধরনেরই একটি দল। জামায়াতের সদস্যদের (রুকনদের) দায়িত্ব সর্বাধিক, কারণ তারাই আন্দোলন ও সংগঠনের মূলশক্তি। তাদের ভূমিকার উপরই লক্ষ লক্ষ সহযোগী সদস্য ও কর্মীর আরও মজবুতির সাথে আল্লাহর দ্বীনের পথে অগ্রসর হওয়া নির্ভর করে। তাদেরকে আখিরাতে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহির অনুভূতি নিয়ে কাজ করতে হবে।

খ) সাংগঠনিক কাঠামোর স্তরবিন্যাস

জামায়াতের সাংগঠনিক স্তর নিম্নরূপ-

- ❖ কেন্দ্র
- ❖ জেলা/মহানগরী
- ❖ উপজেলা/থানা
- ❖ পৌরসভা/ইউনিয়ন
- ❖ ওয়ার্ড
- ❖ ইউনিট

কেন্দ্র

১। **জাতীয় কাউন্সিল ঃ** জাতীয় কাউন্সিল বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সর্বোচ্চ ফোরাম। আমীরে জামায়াত, কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সকল সদস্য (পুরুষ-মহিলা), জেলা/মহানগরী আমীর, জেলা/মহানগরী মজলিসে শূরার সকল সদস্য (পুরুষ-মহিলা) উপজেলা/থানা আমীর/ উপজেলা/থানা মজলিসে শূরার সকল সদস্য (পুরুষ-মহিলা) এবং সংগঠনের সদস্য (রুকন) গণের মধ্যে যারা জাতীয় সংসদ সদস্য, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ও পৌরসভা মেয়র নির্বাচিত হবেন তাদের সমন্বয়ে জাতীয় কাউন্সিল গঠিত হয়। জাতীয় কাউন্সিলের মেয়াদ তিন বছর। জাতীয় কাউন্সিলের সদস্যগণের সরাসরি গোপন ভোটে আমীরে জামায়াত নির্বাচিত হন। আমীরে জামায়াত নির্বাচন এবং কোন বিষয়ে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সাথে আমীরে জামায়াতের মতানৈক্য হলে উক্ত বিষয় মীমাংসা করা জাতীয় কাউন্সিলের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য।

২। আমীরে জামায়াত ঃ জাতীয় কাউন্সিলের সদস্যদের সরাসরি গোপন ভোটে আমীরে জামায়াত তিন বছরের জন্য নির্বাচিত হন। জামায়াতের নেতৃত্ব তাঁরই হাতে। অধঃস্তন সংগঠনের দায়িত্বশীলগণ তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন।

৩। কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা ঃ আমীরে জামায়াতকে তাঁর দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করার জন্য সদস্যগণের (রুকনগণের) ভোটে তিন বছরের জন্য কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা নির্বাচিত হয়।

কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা জামায়াতের নীতি-নির্ধারণী সর্বোচ্চ পরিষদ। মহিলা মজলিসে শূরা বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, নামে একটি মহিলা মজলিসে শূরা নির্বাচন করা হয়। মহিলা মজলিসে শূরার সদস্য গণ পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য হন।

৪। কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ ঃ শূরা কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমীরে জামায়াতকে সহযোগিতা করার জন্য কর্মপরিষদ দায়িত্ব পালন করে থাকে। কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সদস্যগণ কেন্দ্রীয় মজলিসে

শূরার সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। কেন্দ্রীয় মহিলা কর্মপরিষদ সদস্যগণ কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সদস্য হন।

৫। কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ ঃ কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা এবং কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জন্য শূরা সদস্যগণের ভোটে অনধিক একুশ সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাহী পরিষদ নির্বাচিত হয়।

৬। কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারী ঃ গঠনতন্ত্রের ৩০ ধারা মোতাবিক নিযুক্ত কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারীগণ আমীরে জামায়াত কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

৭। জেলা/মহানগরী আমীর সম্মেলন ঃ সাধারণত প্রতি বছর আমীরে জামায়াত পরিকল্পনার আলোকে জেলা/মহানগরী আমীর সম্মেলন ডেকে থাকেন।

জেলা/মহানগরী

১। জেলা/মহানগরী আমীর ঃ প্রশাসনিক জেলা/মহানগরীই জামায়াত জেলা/মহানগরী হিসেবে গ্রহণ করেছে। আমীরে জামায়াতের পক্ষ থেকে জেলা/মহানগরী আমীর জেলা/মহানগরীর নেতৃত্ব দেন। সংশ্লিষ্ট জেলা/মহানগরী সদস্যদের (রুকনদের) প্রত্যক্ষ ভোটে ২ বছরের জন্য জেলা/মহানগরী আমীর নির্বাচিত হন।

২। জেলা/মহানগরী মজলিসে শূরা ঃ জেলা/মহানগরী আমীরকে সহযোগিতা করার জন্য গঠনতন্ত্রের ৩৬ ও ৩৭ নম্বর ধারা মুতাবিক সংশ্লিষ্ট জেলা/মহানগরীর সদস্যদের (রুকনদের) প্রত্যক্ষ ভোটে জেলা/মহানগরী মজলিসে শূরা নির্বাচিত হয়।
জেলা/মহানগরী মহিলা বিভাগের কাজ তদারক করার জন্য জেলা/মহানগরী মহিলা মজলিসে শূরা নির্বাচন করা হয়। মহিলা শূরার সদস্যগণ পদাধিকার বলে জেলা/মহানগরী শূরার সদস্য হন।

৩। জেলা/মহানগরী কর্মপরিষদ ঃ জেলা/মহানগরী আমীরের কাজে সহযোগিতা দানের উদ্দেশ্যে জেলা/মহানগরী কর্মপরিষদ নির্বাচন করা হয়। মহিলা বিভাগীয় কর্মপরিষদ সদস্যগণ পদাধিকার বলে জেলা/মহানগরী কর্মপরিষদ সদস্য হন।

৪। ক) জেলা/মহানগরী সদস্য (রুকন) সম্মেলন ঃ জেলা/মহানগরীর সদস্যদেরকে (রুকনদেরকে) নিয়ে প্রতি ৬ মাসে একবার সম্মেলন

অনুষ্ঠিত হয়। এতে সাংগঠনিক বিষয়াদি ছাড়াও প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম শামিল থাকে।
খ) মাসিক সদস্য (রুকন) বৈঠক ঃ জেলা/মহানগরীর সদস্যগণকে (রুকনগণকে) প্রতি মাসে কোন না কোন স্তরে একবার মাসিক বৈঠকে বসতে হয়।

৫। জেলা/মহানগরী বৈঠক ঃ জেলা/মহানগরী আমীরের সভাপতিত্বে উপজেলা/থানা আমীর/ সভাপতিগণকে নিয়ে যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তাকে জেলা/মহানগরী বৈঠক বলে। এ বৈঠক প্রতিমাসে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়।

৬। জেলা/মহানগরী পর্যায়ে বিভাগ বণ্টন ঃ জেলা/মহানগরী আমীর, সেক্রেটারী এবং কর্মপরিষদের সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন বিভাগ বণ্টন করা হয়। প্রয়োজনীয় সংখ্যক দায়িত্বশীল পাওয়া সম্ভব না হলে এক ব্যক্তির উপর একাধিক দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।

উপজেলা/থানা ঃ

১। উপজেলা/থানা আমীর বা সভাপতি ঃ উপজেলা/থানার সদস্যদের (রুকনদের) ভোটে এক বছরের জন্য উপজেলা/থানা আমীর নির্বাচিত হন। যদি উপজেলা/থানা আমীর নির্বাচন করার মত প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য (রুকন) না থাকেন তাহলে জেলা/মহানগরী আমীর জেলা/মহানগরী মজলিসে শূরার পরামর্শের ভিত্তিতে উপজেলা/থানায় সভাপতি নিয়োগ দিয়ে থাকেন।

২। উপজেলা/থানা মজলিসে শূরা ঃ সেইসব উপজেলা/থানায় মজলিসে শূরা গঠন করা যাবে যেখানে সদস্য (রুকন) সংখ্যা কমপক্ষে পনের জন হবে। উপজেলা/থানা মজলিসে শূরা এক বৎসরের জন্য নির্বাচিত হবে। উপজেলা/থানা আমীর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শের জন্য মজলিসে শূরার বৈঠক ডাকবেন।
কোন উপজেলা/থানায় কমপক্ষে ১৫ জন মহিলা সদস্য (রুকন) থাকলে থানা আমীরকে সহযোগিতা ও পরামর্শদানের জন্য উপজেলা/থানা মহিলা মজলিসে শূরা এক বছরের জন্য নির্বাচিত হবে। মহিলা মজলিসে শূরার সদস্যগণ পদাধিকার বলে উপজেলা/থানা শূরার সদস্য হবেন।

৩। উপজেলা/থানা কর্মপরিষদ ঃ উপজেলার/থানার বিভিন্ন বিভাগীয় দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য (রুকন) থাকলে, উপজেলা/থানা কর্মপরিষদ নির্বাচিত হবে। কর্মপরিষদ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য (রুকন) না থাকলে উপজেলা/থানা আমীর/সভাপতিকে সহযোগিতা দানের জন্য একটি উপজেলা/থানা টীম গঠিত হবে।

৪। উপজেলা/থানা সদস্য (রুকন) বৈঠক ঃ সদস্য (রুকন) বৈঠক সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ বৈঠক প্রতি মাসেই করতে হবে।

৫। উপজেলা/থানা বৈঠক ঃ উপজেলা/থানার ইউনিয়ন/ওয়ার্ডসমূহের আমীর/সভাপতিদেরকে নিয়ে প্রতিমাসে একটি বৈঠক হবে। এ বৈঠককে উপজেলা/থানা বৈঠক বলা হয়। এ বৈঠকে কাজের পর্যালোচনা ও আগামী মাসের কাজের পরিকল্পনা প্রণীত হবে।

৬। সংগঠিত উপজেলা/ থানা ঃ পৌরসভাসহ কমপক্ষে অর্ধেক ইউনিয়ন/ওয়ার্ড সংগঠিত হলে উপজেলা/থানা সংগঠিত বলে গণ্য হবে।

পৌরসভা ঃ

গঠনতন্ত্রে ইউনিয়ন ও পৌরসভা সমপর্যায়ের দেখানো হলেও কার্যত পৌরসভার গুরুত্ব অনেক বেশি। জেলা/মহানগরী সদরে ও গুরুত্বপূর্ণ পৌরসভায় এমারত প্রতিষ্ঠা হলেও প্রয়োজন বোধে জেলা/মহানগরী শূরার সিদ্ধান্তনুসারে উক্ত পৌরসভাকে সদর উপজেলা/ থানা থেকে আলাদা সাংগঠনিক থানায় মর্যাদা দেওয়া যাবে, তবে কেন্দ্রে রিপোর্ট পাঠানোর সময় আলাদা উপজেলা/থানা দেখানো যাবে না। সাংগঠনিক থানার মর্যাদা প্রাপ্ত পৌরসভা গঠনতন্ত্রে প্রদত্ত উপজেলা/থানার বিধি অনুসরণে কাজ করবে।

সংগঠিত পৌরসভা ঃ কমপক্ষে অর্ধেক ওয়ার্ড সংগঠিত হলে পৌরসভা সংগঠিত বলে গণ্য হবে।

পৌরসভা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড ঃ প্রশাসনিকভাবে পৌরসভা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। এখানে কাজ মজবুত হলেই সাংগঠনিক কাজ মানে পৌঁছেছে বলে ধরা যায়। পৌরসভা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যায়ে নিম্নরূপ কাজ থাকবে ঃ

১। পৌরসভা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ডে আমীর বা সভাপতি ঃ কোন পৌরসভা/ ইউনিয়নে/ওয়ার্ডে অন্তত ০৫ (পাঁচ) বা ততোধিক সদস্য (রুকন) থাকলে তাঁদের ভোটে পৌরসভা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড আমীর নির্বাচিত

হবেন। অন্যথায় জেলা আমীরের সাথে পরামর্শ করে একজন সভাপতি নিয়োগ করবেন এবং কাজের সুবিধার্থে টিম গঠন করবেন। পৌরসভা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড আমীর বা সভাপতি পৌরসভা/ ইউনিয়নে/ওয়ার্ডে জামায়াতের পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেবেন। কোন পৌরসভা/ইউনিয়নে/ওয়ার্ডে সদস্য (রুকন) সংখ্যা ১৫ (পনের) বা তার অধিক হলে পৌরসভা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ডে শূরা ও কর্মপরিষদ গঠন করা যাবে।

২। পৌরসভা/ ইউনিয়ন/ ওয়ার্ড সদস্য (রুকন) বৈঠক ঃ পৌরসভা/ ইউনিয়নে/ ওয়ার্ডে জামায়াতের শাখা কায়েম হলে অর্থাৎ পৌরসভা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড আমীর থাকলে পৌরসভা/ ইউনিয়ন/ ওয়ার্ডের সদস্যদেরকে (রুকনদেরকে) নিয়ে প্রতি মাসে বৈঠক হবে।

৩। পৌরসভা/ইউনিয়ন বৈঠক ঃ পৌরসভা/ইউনিয়নের অধীন ওয়ার্ডসমূহের আমীর/ সভাপতিদেরকে নিয়ে প্রতি মাসে পৌরসভা/ইউনিয়ন বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

৪। সংগঠিত ইউনিয়ন ঃ কমপক্ষে অর্ধেকের বেশী ওয়ার্ড সংগঠিত হলে ইউনিয়ন সংগঠিত বলে গণ্য হবে।

ওয়ার্ড

গঠনতান্ত্রিকভাবে ওয়ার্ড জামায়াতের সর্বশেষ স্তর। প্রশাসনিকভাবে ইউনিয়নসমূহকে ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়েছে। ফলে ওয়ার্ড ভিত্তিক কাজের সম্প্রসারণ সাংগঠনিক মজবুতির জন্য অপরিহার্য। সুতরাং ওয়ার্ডের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এবং বিভিন্ন গ্রামে সংগঠন গড়ে তোলা প্রয়োজন।

পৌরসভা ও ইউনিয়নের ওয়ার্ডে একজন সক্রিয় সভাপতিসহ তিন জনের টিম ও একটি ইউনিট থাকলে তাকে সংগঠিত ওয়ার্ড বলে গন্য করা হবে। কিন্তু মহানগরীসমূহে ওয়ার্ডে একজন সক্রিয় সভাপতিসহ তিন জনের টিম ও দু'টি পুরুষ ইউনিট এবং একটি মহিলা ইউনিট থাকলে তাকে সংগঠিত ওয়ার্ড গন্য করা হবে।

১। দাওয়াতী ইউনিট ঃ দাওয়াতী ইউনিট গঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ইউনিট গঠনের কাজটি এভাবে হতে পারে -

উর্ধ্বতন দায়িত্বশীল অথবা পার্শ্ববর্তী ইউনিটের কোন কর্মী যেখানে জামায়াতের কাজ নেই সে এলাকার কোন শিক্ষিত ব্যক্তিকে টার্গেট নিয়ে, বই পত্র পড়িয়ে কর্মী হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন। উক্ত কর্মীর মাধ্যমে আরো কিছু লোককে বই পত্র পড়িয়ে আন্দোলনে অগ্রসর করে তাদের মধ্য থেকে অধিকতর যোগ্য ব্যক্তিকে সভাপতি করে একটি প্রাথমিক বা দাওয়াতী ইউনিট গড়ে তোলা যায়। এ ধরনের দাওয়াতী ইউনিটে প্রতি মাসে কমপক্ষে ১টি প্রোগ্রাম হতে হবে।

ইউনিট গঠনের ব্যাপারে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, একজন সক্রিয় সভাপতি পাওয়া একান্তভাবে জরুরী। আর সক্রিয় সভাপতি হতে হলে তাকে অবশ্যই ভাল মানের কর্মী হতে হবে। সাধারণত বাজার কেন্দ্রিক ইউনিট গঠন সহজ। গ্রাম ও পাড়া ভিত্তিক বা মসজিদ কেন্দ্রিক ইউনিটও গঠন করা যেতে পারে। মাদ্রাসা, স্কুল ও কলেজের শিক্ষক বা বাজারে কোন শিক্ষিত ব্যক্তিকে কর্মী হিসেবে গড়ে তুলে সভাপতি করা যায়।

২। ইউনিট ঃ লোক সংগ্রহ এবং কর্মী গঠনের জন্য ইউনিটই হচ্ছে জামায়াতের মূল সাংগঠনিক স্তর। উপজেলা/থানা বা ইউনিয়ন/ওয়ার্ড সংগঠনের অধীনে ছোট ছোট এলাকাকে কেন্দ্র করে চার বা তার অধিক কর্মী নিয়ে ইউনিট গঠিত হয়। ইউনিটে একজন পরিচালক বা সভাপতি থাকেন। জামায়াতের বক্তব্য জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়া, কর্মী তৈরী করা এবং চারদফা কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও উর্ধতন সংগঠনের নির্দেশ পালন করাই ইউনিটগুলোর কাজ।

নিম্নলিখিত শর্তগুলো পূরণ হলে তাকে ইউনিট গণ্য করা হবে ঃ

(ক) কমপক্ষে চারজন কর্মী থাকা ও একজন সক্রিয় সভাপতি কর্তৃক কাজ পরিচালিত হওয়া;

(খ) নিয়মিত বৈঠকাদি হওয়া;

(গ) মাসে কমপক্ষে একবার দাওয়াতী গ্রুপ বের করা;

(ঘ) মাসিক রিপোর্ট ও নিছাব যথারীতি আদায় করা;

(ঙ) সামাজিক কাজ করা।

এ ধরনের একটি ইউনিটে দাওয়াতী বইয়ের একটি বিলি কেন্দ্র এবং এক কপি সোনার বাংলা রাখা দরকার।

৩। ইউনিট প্রোগ্রাম

ইউনিটে প্রতিমাসে কমপক্ষে নিম্নোক্ত ৪টি প্রোগ্রাম করতে হবে।

i) কর্মী বৈঠক। ইউনিট সভাপতি কর্মী বৈঠক পরিচালনা করবেন।

ii) সাধারণ সভা বা দাওয়াতী সভা

iii) প্রশিক্ষণ (তারবিয়াতী) বৈঠক

iv) দাওয়াতী অভিযান

বিঃ দ্রঃ পরিশিষ্ট-৩ এ ৪টি প্রোগ্রামের কর্মসূচী দেয়া আছে।

৪। কর্মী বৈঠক

কর্মী বৈঠকে সকল কর্মী উপস্থিত থাকবে। ইউনিটের যাবতীয় কাজকর্ম কর্মী বৈঠকের ফায়সালা অনুযায়ী হবে। কর্মী বৈঠকে চলমান মাসের ইউনিটের কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করে কর্মীদেরকে যথারীতি কাজের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে হবে।

৫। পারিবারিক ইউনিট

অপসংস্কৃতির সয়লাব রোধকল্পে প্রত্যেক জনশক্তির পরিবারকে দীন চর্চার কেন্দ্র (প্রদীপ) হিসেবে গড়ে তোলা এবং পরিবারে দীনি ও তাকওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে পারিবারিক ইউনিট গঠন করা অপরিহার্য। এটি নিয়মিত সাংগঠনিক ইউনিটের অনুরূপ নয়, তবে পরিবার ভিত্তিক দীন প্রচার, সাংগঠনিক জীবন-যাপন ও সেবা কর্মের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের নিয়ে মাসে একটি দাওয়াতী বৈঠক ও একটি কোরআন তা'লীম প্রোগ্রাম চালু লক্ষ্য অর্জনে পারিবারিক ইউনিট গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা রাখতে সহায়ক হবে।

❖ **মহিলা বিভাগ**

গঠনতন্ত্রের ৫৬, ৫৭, ৫৮ ও ৫৯ ধারা মোতাবিক সর্বস্তরের মহিলাদের মাঝে দাওয়াতের বিস্তৃতি ঘটানো, সংগঠন প্রতিষ্ঠা, সাংগঠনিক মজবুতী অর্জন এবং এর সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নেতৃত্বের যোগ্য টিম গড়ে তোলে এ বিভাগে নেতৃত্বের সংকট দুর করা। মনে রাখতে হবে

নারী সমাজে ইসলামের সঠিক ধারণা দানের কাজ ইসলাম প্রিয় দক্ষতা সম্পন্ন নারীরাই ফলপ্রসূভাবে করতে পারে।

❖ **দ্বিতীয় দফার অন্যান্য সাংগঠনিক কাজ নিম্নরূপ**

১। টার্গেট ভিত্তিক যোগাযোগ

প্রত্যেক সদস্য (রুকন) ও কর্মীকে তার আশে-পাশে, সক্রিয় সহযোগী, সহযোগী ও জনগণের মধ্য থেকে কিছু লোককে টার্গেট করে সুনির্দিষ্টভাবে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা দরকার। এসব টার্গেট হবে ৩ ধরনের।

ক) দাওয়াতী টার্গেট ঃ ইসলাম ও আন্দোলনের প্রতি জনগণকে দাওয়াত প্রদান ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের একটি স্বাভাবিক ও দৈনন্দিন কাজ। অবশ্য সাধারণভাবে দাওয়াতের চেয়ে টার্গেট ভিত্তিক দাওয়াত প্রদান বেশি ফলপ্রসূ। তাই এক একজন সদস্য (রুকন) ও কর্মী (তার পরিচিত মহল থেকে) জনসাধারণ বিশেষ করে আলিম, শিক্ষক, আত্মীয়স্বজন ও সহকর্মীদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে দাওয়াতী টার্গেট নিয়ে যোগাযোগ রাখবেন। এমনকি এক্ষেত্রে জামায়াতের বিরোধী মহল, অন্য কোন আদর্শের ধারক ও কর্মীদের মধ্যে যারা সত্যপ্রিয় তাদেরকেও টার্গেট নিয়ে দাওয়াতী কাজ করতে হবে। দাওয়াতী কাজের ব্যাপারে ব্যক্তির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ, আলাপ-আলোচনা, ইসলামী সাহিত্য, পত্র-পত্রিকা ও নেতৃবৃন্দের চিঠিপত্র, লিফলেট ইত্যাদি পড়ানোর সাথে সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার দিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে। এমনিভাবে প্রত্যেক কর্মীর ২/৪ জন লোকের সাথে দাওয়াতী যোগাযোগ থাকা দরকার। দাওয়াতী কাজ করার জন্য প্রত্যেক সদস্য (রুকন) ও কর্মীর ব্যক্তিগত লাইব্রেরী থাকা বিশেষভাবে প্রয়োজন। এ ধরনের ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে পাঠ্যপুস্ড়কের তালিকা অনুযায়ী প্রত্যেক সদস্যের (রুকনদের) কমপক্ষে ৬০টি ও প্রত্যেক কর্মীর কমপক্ষে ৪০টি বই থাকতে হবে। দাওয়াতী টার্গেটকৃত ব্যক্তির সাথে যথাযথভাবে ৩ মাস কাজ করেও কোন ফল পাওয়া না গেলে উক্ত ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে টার্গেটভুক্ত করা দরকার।

খ) কর্মী টার্গেট ঃ যারা সহযোগী সদস্য ফরম পূরণ করে জামায়াতে শামিল হয়েছেন তাদের মধ্য থেকে যোগাযোগের সুবিধার দৃষ্টিতে এক

একজন কর্মী বা সদস্য (রুকন) ২/৩ জনকে কর্মী বানানোর উদ্দেশ্যে টার্গেট নেবেন। কর্মীগণ হলেন জামায়াতের সক্রিয় জনশক্তি। জনশক্তি বৃদ্ধির উপরই নির্ভর করে জামায়াতের অগ্রগতি। কিন্তু সমাজের সবাইকে কর্মী বানানো যাবে না। তাই বেশ বুঝে শুনে টার্গেট নিতে হবে। টার্গেট নেয়ার সময় নিম্নলিখিত গুণাবলীসম্পন্ন ব্যক্তি বাছাই করা দরকার।

❖ যিনি কর্মঠ;
❖ যিনি বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ;
❖ যিনি সামাজিক;
❖ যিনি সৎ ও সত্যপ্রিয়।
❖ যিনি নেতৃত্বের যোগ্যতা সম্পন্ন।

এমনিভাবে দেখে শুনে টার্গেট নেয়ার পর সে ব্যক্তির সাথে গভীরভাবে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। নিজেকে সেই ব্যক্তির কাছে বন্ধু ও পরমাত্মীয় হিসাবে পেশ করতে হবে। নিয়মিত যোগাযোগ করে কর্মী হিসেবে তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় কাজগুলো তাকে দিয়ে করানোর চেষ্টা করতে হবে। এ ধরনের টার্গেটকৃত ব্যক্তির সাথে যথাযথভাবে ৬ মাস কাজ করেও কোন ফল পাওয়া না গেলে তাকে টার্গেট থেকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে টার্গেটভুক্ত করতে হবে।

গ) সদস্য (রুকন) টার্গেট ঃ সদস্য (রুকন) হলো জামায়াতের মূল জনশক্তি। প্রত্যেক সদস্য (রুকন) ও সদস্য (রুকন) প্রার্থী এক বা একাধিক সদস্য (রুকন) টার্গেট নেবেন। ইসলামী আদর্শ, আন্দোলন ও জামায়াতী জিন্দেগীর গুরুত্ব বুঝতে সক্ষম এবং নিজেকে জামায়াতের নিকট সোপর্দ করতে প্রস্তুত এমন ধরনের লোককেই সদস্য (রুকন) টার্গেট নিতে হবে। সদস্য (রুকন) টার্গেটকৃত ব্যক্তির কর্মীমান বৃদ্ধি করতে হবে, পাঠ্যসূচি নির্দেশিত বইগুলো পড়াতে হবে এবং এভাবে সদস্য (রুকন) হওয়ার জন্য আগ্রহী হয়েছে বলে মনে হলে ও শর্তাদি পূরণ হচ্ছে বলে মনে করলে সদস্য (রুকন) প্রার্থী ফরম সংগ্রহ করে দিতে হবে। সদস্য (রুকন) টার্গেটকৃত ব্যক্তির সাথে ১ (এক) বছর পর্যন্ড় যথাযথ যোগাযোগ রক্ষা করে চেষ্টা

চালাতে হবে। ১ (এক) বছরেও এগিয়ে না এলে টার্গেট থেকে বাদ দিতে হবে।

২। কর্মী যোগাযোগ

বিচিত্র এ মানব সমাজ। অসংখ্য তার সমস্যা। সর্বোপরি রয়েছে জাহেলিয়াতের চতুর্মুখী আক্রমণ। ফলে একজন কর্মীর পক্ষে তার নিজস্ব মানে টিকে থাকা বা সামনে অগ্রসর হওয়া সহজ ব্যাপার নয়। প্রতিনিয়ত জাহেলিয়াতের বিষাক্ত ছোবল তাকে ক্ষত বিক্ষত করতে চায়। দুনিয়াবী লোভ-লালসা, ভয়-ভীতি তাকে নিস্তেজ করে ফেলতে চায়। এ অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য তার প্রয়োজন উপযুক্ত আশ্রয়স্থল। জামায়াত কর্মীগণই হচ্ছে এ ব্যাপারে পরস্পরের আশ্রয়। এক কর্মী অপর কর্মীকে তার হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসা দিয়ে সহমর্মিতা প্রকাশ করবে। তার সমস্যা জানবে এবং তার সমাধানে এগিয়ে আসবে। দুর্বলতা অনুধাবন করবে এবং তার প্রতিকারে তৎপর হবে। এভাবে এক কর্মী অপর কর্মীকে ঈমানে, আমলে ও কর্মতৎপরতায় সহযোগিতা দিয়ে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বা তার দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে পরিকল্পিতভাবে যোগাযোগ করার নামই কর্মী যোগাযোগ।

ক) কর্মী যোগাযোগের উদ্দেশ্য

মান উন্নয়ন, সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ, দুর্বলতা দূর করা, কাজে আরও উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা, সম্পর্ক আরো মধুর করা, সমস্যা অবগত হওয়া এবং সমাধান বের করা ইত্যাদি লক্ষ্য নিয়ে দায়িত্বশীলদের কর্মী যোগাযোগ করতে হবে।

খ) কর্মী যোগাযোগের পদ্ধতি

i) পূর্বেই পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে স্থান ও সময় নির্দ্ধারণ।

ii) সাক্ষাতের শুরুতে সালাম বিনিময়ের পর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা জানার চেষ্টা।

iii) ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যার খোঁজ-খবর নেওয়া ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান।

iv) সাংগঠনিক বিষয়াদী নিয়ে আলোচনা করা।

v) আন্দোলন সংগঠন সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য অবহিতকরণ।

vi) কর্মীর দুর্বলতাগুলো দরদ ভরা মন দিয়ে ধরিয়ে দেওয়া।

vii) মান উন্নয়নের জন্য উৎসাহিত করা।

viii) সময় ও অর্থ ব্যয়ের ফজিলতগুলো কোরআন ও হাদীস থেকে বর্ণনা করা।

ix) কুরআন হাদীসের বর্ণনা অনুসারে ব্যক্তিগত গুণাবলী অর্জনে উদ্বুদ্ধ করা। [সূরা মুমিনুন এর ১-১১, ফুরকান শেষ রুকু, মুজাম্মিল ১-৭ আয়াত]

x) পারস্পরিক দোয়া কামনা করে শেষ করা। উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জনে উপরে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রত্যেক দায়িত্বশীলকে তার অধঃস্তন সংগঠনের ব্যক্তিদের সাথে কর্মী যোগাযোগ করতে হবে।

উলে-খ্য যে, কর্মী যোগাযোগের মাধ্যমে যোগাযোগকারীরও মান উন্নত হয়, সংগঠনের ভেতর প্রাণ সঞ্চার হয়, চিন্ড়ার ঐক্য গড়ে উঠে। ফলে সকলে একযোগে একমুখী হয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া সম্ভব হয়। কর্মীদের পরস্পরের মধ্যেও এমনিভাবে যোগাযোগ হওয়া দরকার। তাদের সমস্যাবলী ঊর্ধ্বতন দায়িত্বশীলকে অবহিত করবে। এভাবে সাংগঠনিক সাক্ষাতের মাধ্যমে সংগঠনের সিদ্ধান্ড় কার্যকর করবে এবং সংগঠনের অভ্যন্ড়রে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার প্রয়াস চালাতে থাকবে।

৩। সফর

সংগঠনের দায়িত্বশীলদেরকে বিভিন্ন পর্যায়ে সফর করতে হয়। এ সফর ঊর্ধ্বতন সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে অধঃস্ড়ন সংগঠনগুলোতে হয়ে থাকে।

৪। পরিকল্পনা

জামায়াতের গোটা কাজই পরিকল্পনার ভিত্তিতে হয়। এজন্য সংগঠনের সর্বস্ড়রে পরিকল্পনা মাফিক কাজ হওয়া প্রয়োজন। পরিকল্পনা প্রণয়নে পরামর্শকে গুরুত্ব দিতে হবে, যেন সকলের চিন্ড়া একত্র হতে পারে। পরিকল্পনা যথাক্রমে ইউনিট, ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, পৌরসভা, উপজেলা/থানা, জেলা/মহানগরী ও কেন্দ্রীয় ভিত্তিতে হবে। অধঃস্ড়ন সংগঠনগুলোর পরিকল্পনা ঊর্ধ্বতন স্ড়রের পরিকল্পনার ভিত্তিতে এবং ঊর্ধ্বতন দায়িত্বশীলের সহযোগিতায় সংশি-ষ্ট বৈঠকে গৃহীত হবে। পরিকল্পনা অবশ্যই বাস্ড়বসম্মত হতে হবে। অবাস্ড়ব বড় পরিকল্পনার চেয়ে সংক্ষিপ্ত বাস্ড়বসম্মত ও বাস্তবায়ন যোগ্য

পরিকল্পনাই ফলপ্রসূ। এজন্য পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখতে হবে।

- জনশক্তি (সংগঠনের জনশক্তি)
- নেতৃত্বের মান
- কাজের পরিধি বা এলাকা
- বিভিন্ন দিকের পরিসংখ্যানমূলক জ্ঞান (জনসংখ্যা, স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ইত্যাদি)।
- কর্মীদের মান
- অর্থনৈতিক অবস্থা
- পরিবেশ
- বিরোধী মহলের শক্তি ও তৎপরতা।

জেলা/মহানগরী, উপাজেলা/থানা ও পৌরসভা/ ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পরিকল্পনা বাৎসরিক হবে, পরে বাস্ড়বায়ন ও পর্যালোচনার সুবিধার্থে তাকে ত্রৈমাসিক বা মাসিক ভাগ করে নিতে হবে। পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক সঠিক ও সময়মত বাস্ড় বায়নের জন্যে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও সময় নির্দেশিকা সামনে রেখে জেলা/মহানগরী, উপজেলা/থানা, পৌরসভা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড সময় নির্দেশিকা তৈরি করে নিতে হবে।

পরিকল্পনা পর্যালোচনা বৈঠক ঃ পরিকল্পনার আলোকে জেলা/মহানগরী ও অধস্তন সংগঠন যথাযথভাবে ত্রৈমাসিক কাজের পর্যালোচনা করতে হবে। কোন ব্যাপারে কমতি থাকলে পরবর্তী পর্যায়ে তা বাস্ড়বায়নের পুনঃপরিকল্পনা নিতে হবে।

মাসিক রিপোর্টের সাথে প্রতিমাসেই পরিকল্পনার আলোকে প্রয়োজনীয় আলাদা রিপোর্ট রাখতে হবে।

৫। সাংগঠনিক পক্ষ/সপ্তাহ পালন

পরিকল্পনায় কোন কোন বছর সাংগঠনিক পক্ষ বা সপ্তাহ পালনের টার্গেট থাকে। সাংগঠনিক পক্ষ বা সপ্তাহ দেশভিত্তিকও পালিত হতে পারে। আবার জেলা/মহানগরীভিত্তিকও হতে পারে। উক্ত পক্ষে বা সপ্তাহে ঊর্ধ্বতন সংগঠনের পক্ষ থেকে অধঃস্ড়ন সংগঠনের সার্বিক তদারক প্রয়োজন। সাংগঠনিক কর্মসূচী বাস্ড়বায়ন, ফাইলপত্র ও রেকর্ড সংরক্ষণ, সাংগঠনিক বৈঠকাদি এবং পরিকল্পনা

বাস্তবায়ন ইত্যাদির সার্বিক তদারক উক্ত সময়ে পরিকল্পিতভাবে করতে হবে। এ জন্য পূর্বাহ্নে প্রোগ্রাম করে সংশি- ষ্ট স্ড়রে প্রস্তুতি নিতে হবে।

৬। নেতৃত্ব নির্বাচন

জামায়াতের নেতৃত্ব নির্বাচন পদ্ধতি ব্যতিক্রমধর্মী। কেন্দ্র থেকে ইউনিট পর্যন্ত সর্ব পর্যায়ে নির্বাচনের মাধ্যমে নেতৃত্ব বাছাই করা হয়। কোন পর্যায়ের নির্বাচনেই পক্ষে বিপক্ষে ক্যানভাস চলে না। পদের প্রতি লোভ অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হয়। ফলে নেতৃত্ব নির্বাচনের একদিকে যেমন গণতান্ত্রিক পরিবেশ অক্ষুণ্ন থাকে, অন্যদিকে অভ্যন্ড়রীণ কোন্দল সৃষ্টির সুযোগও থাকে না। সামাজিক সংস্কার ও সংশোধনের লক্ষ্যে একটি আদর্শবাদী আন্দোলনের জন্য নেতৃত্ব নির্বাচনের এ প্রক্রিয়া একদিকে যেমন যুক্তিসম্মত অপরদিকে ভারসাম্যপূর্ণ ও বলিষ্ঠ। এখানে বিশেষভাবে উলে- খযোগ্য যে, সততা, যোগ্যতা ও আল্লাহ ভীরুতা হচ্ছে নেতৃত্ব নির্বাচনের মূল ভিত্তি।

৭। বাইতুলমাল

আল কুরআনে বর্ণিত ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহর চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে জামায়াত তার সর্ব পর্যায়ে যে ফান্ড গঠন করে থাকে তাকেই বলা হয় বাইতুলমাল।

বাইতুলমাল সংগঠনের মের“দ–। পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নের জন্য শক্তিশালী বাইতুলমালের প্রয়োজন। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সংগঠনের প্রত্যেক স্ড়রে বাইতুলমাল থাকবে। প্রত্যেক স্ড়রের সংগঠন সরাসরি সেই বাইতুলমাল থেকে খরচ করবে। প্রতি বছরই অডিট কমিটির মাধ্যমে বাইতুলমালের হিসাব অডিট করাতে হবে।

সংগঠনের সমস্ড় বাইতুলমালের দায়-দায়িত্ব আমীরে জামায়াতের। এ জন্য তার পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। তিনি প্রত্যেক স্ড়রের আমীরের মাধ্যমে অধঃস্ড়ন সংগঠনগুলোর বাইতুলমাল তদারক করে থাকেন। জামায়াতের বাইতুলমালের আয়ের উৎস নিম্নরূপ ঃ

ক) কর্মীদের আর্থিক কুরবানী ঃ জামায়াতের প্রত্যেক স্তরের কর্মী তাঁর আয় থেকে একটি অংশ প্রত্যেক মাসে জামায়াতের বাইতুলমালে জমা দেন। এ ইয়ানতই হবে তার জন্য মাসের প্রথম খরচ। উল্লেখ্য জামায়াতের প্রত্যেক সদস্য (রুকন) সাধারণত তাঁর মাসিক আয়ের ৫% ভাগ জামায়াতের বাইতুলমালে দিয়ে থাকেন।

এক্ষেত্রে মাসিক কুরবানীর পরিমাণ কর্মী নিজেই নির্ধারণ করবেন। তবে সেই পরিমাণ এমন হওয়া উচিত যেন তিনি কুরবানী অনুভব করেন। প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ঐ মাসের ইয়ানত কর্মী নিজেই গিয়ে দায়িত্বশীলের নিকট পৌঁছাবেন। আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জামায়াতের বাইতুলমালের আর্থিক কুরবানীও বাড়া উচিত। সক্রিয় সহযোগী সদস্যদের নিকট থেকেও নিয়মিত ইয়ানত নিতে হবে।

খ) শুভাকাঙ্ক্ষীদের থেকে ঃ অনেক লোক আছেন যারা জামায়াতকে ভালবাসেন কিন্তু ময়দানে কাজ করার সুযোগ পান না। এ ধরনের লোকদের থেকেও আর্থিক কুরবানী আদায় করতে হবে। এ জন্য তাঁদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে। আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব বুঝাতে হবে, আরও বেশি বেশি কুরবানীর জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। যথাসময়ে ওয়াদাকৃত টাকা নিয়ে আসতে হবে। সাথে সাথে নতুন নতুন শুভাকাঙ্ক্ষী বৃদ্ধির জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এ জন্য প্রয়োজনবোধে উর্ধ্বতন দায়িত্বশীলদের সাথে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৮। রেকর্ডিং

সব জায়গাতে জামায়াতের নিজস্ব অফিস থাকা প্রয়োজন। অফিসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ তথ্য ও ইতিহাস সংরক্ষণ (রেকর্ডিং)। এ জন্যে প্রয়োজনে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে নিম্নোক্ত জিনিসগুলো সংরক্ষণ করতে হয় ঃ

i) কর্মী ও সদস্যদের (রুকনদের) তালিকা (ঠিকানাসহ)
ii) দায়িত্বশীলদের ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার
iii) রিপোর্ট (সাংগঠনিক ও ব্যক্তিগত)
iv) বই-এর তালিকা
v) সহযোগী সদস্যদের ফরম ও ফরমের মুড়ি
vi) সদস্যপ্রার্থী (রুকন প্রার্থী) আবেদনপত্র
vii) রশিদ বই-এর মুড়ি
viii) ক্যাশ বই

ix) লেজার
x) বিভিন্ন পরামর্শ ফাইল
xi) বিভিন্ন বৈঠকের কার্যবিবরণী (শূরা/কর্মপরিষদ/ টীম, ষান্মাসিক সদস্য (রুকন) সম্মেলন, মাসিক সদস্য (রুকন) বৈঠক, কর্মী সম্মেলন, সভাপতি সম্মেলন, জনসভা, শিক্ষা শিবির, কেন্দ্রীয় সফর ইত্যাদি)।
xii) ছাপানো পোস্টার ও লিফেলেটের নমুনা কপি।
xiii) প্রকাশিত সংবাদ কাটিং, প্রেরিত সংবাদ কপি।
xiv) প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের তৎপরতা (নেতৃবৃন্দের ঠিকানা ও ফোন নাম্বার)।
xv) সার্কুলার ঃ (ক) উর্ধ্বতন থেকে প্রাপ্ত, (খ) অধঃস্তনে প্রেরিত।
xvi) বিশিষ্ট লোকদের তালিকা প্রণয়ন ও নিয়মিত যোগাযোগ। যেমন রাজনৈতিক, উলামা-মাশায়েখ, আইনজীবী, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ, জনপ্রতিনিধি ব্যক্তিবৃন্দ।

উপরিউক্ত তথ্য সংরক্ষণের জন্য কমপক্ষে নিম্নলিখিত রেজিস্টার ও ফাইলের প্রয়োজন ঃ

রেজিস্টার ঃ

i) কর্মী তালিকা (উপজেলা/থানায়)
ii) বই তালিকা ও ইস্যু রেজিস্টার
iii) সদস্য (রুকন) তালিকা
iv) বিভিন্ন বৈঠকের কার্যবিবরণী
v) ক্যাশবুক ও লেজার বুক
vi) হাজিরা রেজিস্টার (বিভিন্ন বৈঠকে উপস্থিতি)
vii) সদস্য (রুকন) টার্গেট তালিকা ও প্রার্থী রেজিস্টার
viii) সাংগঠনিক রিপোর্ট রেকর্ড রেজিস্টার
ix) সদস্যদের (রুকনদের) ব্যক্তিগত রিপোর্ট রেজিস্টার
x) দায়িত্বশীলদের ঠিকানা ও ফোন নাম্বার
xi) বিশিষ্ট লোকদের তালিকা
xii) রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের নাম ও ঠিকানা

ফাইল ঃ

i) সহযোগী সদস্য ফাইল (মুড়ি)
ii) ভাউচার ফাইল
iii) রিপোর্ট ফাইল (উপরে পাঠানো, অধঃস্তনের কপি)
iv) সার্কুলার ফাইল (উপর থেকে প্রাপ্ত, নিচে প্রেরিত)
v) চিঠির ফাইল (ঐ)
vi) পরিকল্পনা ফাইল (কেন্দ্রীয়, জেলা/মহানগরী, উপজেলা/থানা, পৌরসভা, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড)
vii) সদস্যদের (রুকনদের) ব্যক্তিগত রিপোর্ট ফাইল
viii) সদস্য প্রার্থী (রুকন প্রার্থী) আবেদনপত্র ফাইল
ix) রশিদ বই-এর মুড়ি
x) পরামর্শ ফাইল।

উল্লেখ্য যে, অধঃস্তন সংগঠনগুলো কাজ অনুপাতে তথ্য সংগ্রহের আইটেম কমিয়ে নিতে পারে। আবার ঊর্ধ্বতন সংগঠন কাজের পরিধি অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহের বিষয় বাড়িয়ে নেবে।

৯। রিপোর্ট সংরক্ষণ

পরিকল্পনার লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজের পর্যালোচনা হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বিগত কাজের রিপোর্ট প্রণয়ন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকলে পর্যালোচনা সম্ভব নয়। অতএব প্রত্যেক ইউনিটে প্রতি মাসের পাঁচ তারিখের মধ্যে বিগত মাসের রিপোর্ট প্রণীত হয়ে উপজেলা/থানা বা ইউনিয়নে পৌঁছাতে হবে। এভাবে উপজেলা/থানা রিপোর্ট তৈরি করে ১০ তারিখের ভেতর জেলায়/মহানগরীতে পৌঁছাবে। উপজেলা/থানা মাসিক রিপোর্টের ভিত্তিতে জেলার মাসিক রিপোর্ট তৈরি করে ফাইলে যথারীতি সংরক্ষণ করবে এবং ষান্মাষিক ও বার্ষিক রিপোর্ট কেন্দ্রে পাঠাবে। উল্লেখ্য যে,
অধঃস্তন সংগঠনগুলো থেকে রিপোর্ট পাওয়ার পর ঊর্ধ্বতন সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে রিপোর্টের উপর নিয়মিত পর্যালোচনা করতে হবে।

১০। অফিস

সংগঠনের প্রতি স্তরেই অফিস থাকা প্রয়োজন। রেকর্ড ও কাগজপত্র সাধারণত অফিসেই থাকে। সাংগঠনিক বৈঠকাদিও প্রধানত অফিসেই হয়ে থাকে। অফিস ছোট বা বড় যাই হোক তা সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা দরকার।

কাগজপত্র গুছিয়ে রাখতে হবে। আঙ্গিনায় ছোট-বড় গাছ এবং বারান্দায় ফুলের টব সাজিয়ে রাখা যেতে পারে।

ইউনিয়ন ও ইউনিট পর্যায়ে নির্দিষ্ট অফিস ঘর না থাকলে কাগজপত্র সভাপতির জিম্মায় থাকতে পারে। তবে তাও নির্দিষ্ট আলমারী বা ট্রাংকে রাখতে হবে।

খ। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

দ্বিতীয় দফা কর্মসূচির অপর গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। নিম্নে তার বিশদ বিবরণ দেয়া হল ঃ

১। পাঠ্যসূচিভিত্তিক ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন ঃ ইসলামের সঠিক ধারণা লাভের জন্য প্রয়োজন কুরআন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন। এ গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য জামায়াত একদিকে ব্যাপক ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি ও প্রকাশনার পদক্ষেপ নিয়েছে, অপরদিকে ইসলামী সাহিত্য যথাযথভাবে অধ্যয়নের জন্য একটি পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করেছে। এ পাঠ্যসূচি একদিকে যেমন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসার ডিগ্রীপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য প্রযোজ্য, অপরদিকে তেমনি স্বল্প শিক্ষিতদেরও উপযোগী।

জামায়াতের সদস্য (রুকন) ও কর্মীগণকে নিয়মিত কুরআন-হাদীস অধ্যয়নসহ এমনভাবে ইসলামী সাহিত্য পড়াশুনা করা দরকার যাতে গড়ে দৈনিক ১০ পৃষ্ঠার কম পড়া না হয়। হাতে সময় থাকলে আরো বেশি পড়ার চেষ্টা করা উচিত। দায়িত্বশীলগণের এ ব্যাপারে খোঁজখবর নেয়া ও উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

২। প্রশিক্ষণ বৈঠক ঃ ইউনিটে মাসে ২টি বৈঠকের ১টি প্রশিক্ষণ বৈঠক। এ বৈঠকে কুরআন, হাদীস ও গুরুত্বপূর্ণ বই এবং বিষয়ের উপর সামষ্টিক পাঠ হতে পারে ও পর্যায়ক্রমে মাসয়ালা-মাসায়েল, দোয়া ও কিরাআতের তালিম হতে পারে। এ বৈঠকে সকল স্তরের জনশক্তিকে উপস্থিত রাখার চেষ্টা চালাতে হবে।

৩। সামষ্টিক পাঠ ঃ একা একা বই পড়ে অনেক সময় অনেক কিছু বুঝা যায় না। এছাড়া কোন কিছুর গভীরে যেতে হলে পরস্পরের আলোচনা প্রয়োজন। এ জন্যই সামষ্টিক পাঠের আয়োজন করতে হয়। কোন একটি বই-এর অংশ বিশেষ, একটি শিক্ষণীয় প্রবন্ধ, কুরআনের একটি বা দুইটি আয়াত, একটি হাদীস ইত্যাদি যে কোন একটি বিষয়ের উপর সামষ্টিক পাঠ হতে পারে। এতে একজন পরিচালক থাকবেন। ৭ থেকে ১০ জন সদস্য থাকবেন। পরিচালকের নির্দেশে একজন পাঠ

করবেন এবং অপর সকলে শুনবেন। অংশ বিশেষ পাঠ হয়ে গেলে কে কতটুকু বুঝলো আলোচনা করবেন। পরিচালক সামষ্টিক পাঠকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করবেন। এভাবে চক্রাকারে কিছু পড়ার নামই সামষ্টিক পাঠ। সামষ্টিক পাঠ এক ঘণ্টার বেশি স্থায়ী হওয়া ঠিক নয়।

৪। পাঠচক্র ঃ একজন পরিচালক ও ৮/১০ জন সদস্য নিয়ে পাঠচক্র গঠিত হয়। চক্র সদস্যদের সাংগঠনিক মান উন্নয়ন, রুকনিয়াতের মান সৃষ্টি, নেতৃত্ব সৃষ্টি ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে পাঠচক্রের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়। সকলে উক্ত নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর ব্যাপক পড়াশুনা ও চিন্তাভাবনা করে আসবেন। এরপর পরিচালক পয়েন্ট ভিত্তিক বিষয়বস্তুর উপর আলোচনা চালাবেন। এভাবে কয়েকটি অধিবেশনের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর ব্যাপক ও স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা সহজ হয়। পাঠচক্রের অধিবেশন মাসে কমপক্ষে ১টি হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রতি অধিবেশন ২ ঘণ্টার বেশি স্থায়ী হবে না। পাঠচক্রকে ফলপ্রসূ করতে হলে নিম্নোক্ত দিকগুলোর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া দরকার।

i) পাঠচক্রের সদস্যগণ সমমানের হবে।
ii) পরিচালককে অবশ্যই অভিজ্ঞ ও যোগ্য হতে হবে।
iii) পরিচালক পড়াশুনা ও চিন্তাভাবনার জন্য প্রথম অধিবেশনেই প্রয়োজনীয় গাইড লাইন দেবেন।
iv) সকল সদস্যই বিষয়বস্তুর উপর পড়াশুনা করে আসবেন এবং আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় নোট সাথে রাখবেন।
v) অধিবেশনে সকল সদস্যকে উপস্থিত থাকতে হবে।
vi) যথাসময়ে উপস্থিত হতে হবে।
vii) যথাযথ মানসিক প্রস্তুতি থাকতে হবে। পূর্ণ আন্তরিকতা ও একাগ্রতা নিয়ে আলোচনায় অংশ নিতে হবে।
viii) পরিচালক আলোচনাকে একটি নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করবেন এবং প্রতিটি পয়েন্টের উপসংহার পেশ করবেন।
ix) প্রতিটি পয়েন্টের মূল কথাগুলোকে সকলে নোট করবেন।

৫। আলোচনা চক্র ঃ ১০ থেকে ১৫ জন নিয়ে ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যায়ে আলোচনা চক্র হতে পারে। আলোচনা চক্রের পরিচালক কোন বিষয় বা বইয়ের সারসংক্ষেপ সহজ ভাষায় অংশগ্রহণকারীদের সামনে তুলে ধরবেন। এর পর বাকীরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেবেন।

৬। শিক্ষা বৈঠক ঃ কর্মীদের মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষা বৈঠক একটি সুন্দর ব্যবস্থা। জামায়াতের দাওয়াত, কর্মসূচি, দ্বীনী মেজায, রাজনৈতিক চিন্তাধারা ইত্যাদি এক বা একাধিক বিষয়ে কর্মীদেরকে আরও শিক্ষিত করে তোলাই শিক্ষা বৈঠকের লক্ষ্য। এতে একজন পরিচালক থাকবেন। গোটা সময় কাজে লাগানোর জন্য একটি সুন্দর কার্যসূচি থাকবে। অংশগ্রহণকারীগণ নোট বই, কলম এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ নিয়ে আসবেন। বৈঠকের কাজ যথাসময়ে শুরু করে যথাসময়েই শেষ করা উচিৎ। বৈঠককে ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য সকলে সময়ের দিকে খেয়াল রাখবেন এবং নিয়ম কানুন মেনে চলবেন।

৭। শিক্ষা শিবির ঃ আমরা ইসলামী সমাজ গড়তে চাই। এজন্য একদল লোকের দুনিয়া, বাড়ি-ঘর ইত্যাদি যাবতীয় চিন্তামুক্ত হয়ে খালেছ নিয়াতে আল-াহর দ্বীনের জন্য প্রস্তুত থাকা দরকার। এ ছাড়া দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ থাকা দরকার। শিক্ষা শিবিরের মাধ্যমে আমরা উপরিউক্ত ফায়দা হাছিল করতে পারি। শিক্ষা শিবির থানা, জেলা ও কেন্দ্রীয় ভিত্তিতে হতে পারে। বার্ষিক পরিকল্পনার আলোকেই তা হবে। কর্মীর মান ও সাংগঠনিক যোগ্যতা বৃদ্ধি, বিশেষ দিকে পারদর্শিতা অর্জন ইত্যাদি যে কোন একটি দিকে শিবিরের লক্ষ্য থাকবে। লক্ষ্যকে সামনে রেখেই উপযুক্ত কর্মী বাছাই করে নিতে হবে এবং যথাসময়ে তাদের (প্রোগ্রামের নমুনাসহ) অবহিত করতে হবে। থাকার জন্য হালকা বিছানা, ডেলিগেট ফি, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে শিবির শুরু হওয়ার পূর্বেই পৌঁছতে হবে। শিবিরের একজন পরিচালক থাকবেন। শিবির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকলে পরিচালকের নির্দেশ মেনে চলবেন। এখানে এসে বাইরের কোন কাজ করা চলবে না। খাওয়া, ঘুম, বিশ্রাম ইত্যাদি নির্ধারিত সময়ের ভেতর সমাধা করতে হবে। গোটা পরিবেশকে ইসলামী সমাজের নমুনা

হিসেবে দাঁড় করাতে হবে। শিবির থেকে শিক্ষা গ্রহণের সাথে সাথে আল-াহর সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপনের অনুশীলন চালাতে হবে। শিবির থেকে বিদায় নেওয়ার মুহূর্তে দ্বীনী ইল্‌ম, সাংগঠনিক জ্ঞান, কাজ করার দক্ষতা ইত্যাদি বৃদ্ধির সাথে সাথে আল-াহর সান্নিধ্যের আমেজ যেন অনুভব করা যায়। ইসলামী সমাজের প্রয়োজনীয়তার তীব্র আকাঙ্ক্ষা যেন ফুটে উঠে।

৮। গণশিক্ষা বৈঠক ঃ এলাকার সাধারণ জনগণকে সম্পৃক্ত করে গণশিক্ষা বৈঠক আয়োজন করা যেতে পারে। এ ধরনের প্রোগ্রামে কুরআন-হাদিস, মাসয়ালা-মাসায়েল ও দ্বীনি বিষয়াদি আলোচনা প্রাধান্য পাবে।

৯। গণ নৈশ ইবাদাত ঃ রাতের শেষভাগে মাগফিরাতের জন্য ইবাদাত, তাসবীহ, তিলাওয়াত ও কান্নাকাটি করা মুমিনের এক বিশেষ গুণ-এর মাধ্যমে মুমিন আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করে। ফলে বিভিন্ন মৌলিক গুণাবলী তার মধ্যে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ কারণে জামায়াত নৈশ ইবাদাতের ব্যবস্থা রেখেছে। মহল্লার সাধারণ মুসল্লিদেরকেও তাতে শামিল করা যেতে পারে। মূলত নৈশ ইবাদাত ব্যক্তিগতভাবে করাই উত্তম। এতে অভ্যস্ত করে তোলার জন্য মাঝে মাঝে রাত জাগার এ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১০। ব্যক্তিগত রিপোর্ট সংরক্ষণ ঃ ব্যক্তির উন্নতি নিজের কাছে। ভুল ও দুর্বলতা জানা এবং তা দূর করার অনুভূতি এ ক্ষেত্রে আসল। এ অনুভূতি সৃষ্টি হতে পারে নিজেই নিজের কাজের হিসাব নেওয়ার মাধ্যমে। এ জন্য জামায়াত ব্যক্তিগত রিপোর্ট সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। আন্দোলনের দৃষ্টিকোণ থেকে সারাদিন যে সমস্ড় কাজ করা হয়েছে তা নির্দিষ্ট ছকে সংরক্ষণ করতে হয়। সংরক্ষণ করতে গেলে দৈনন্দিন কাজের একটি নিখুঁত চিত্র ফুটে উঠে। ফলে আত্মসচেতনতা সৃষ্টি হয়।

এভাবে ব্যক্তিগত রিপোর্ট সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে একজন কর্মী দুর্বলতা থেকে মুক্ত হতে পারে। সাথে সাথে গুণাবলী বৃদ্ধি পেতে পারে। দায়িত্বশীলগণ মাঝে মাঝে কর্মীদের ব্যক্তিগত রিপোর্ট দেখে প্রয়োজনীয় লিখিত পরামর্শ দেবেন। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা ব্যক্তিগত রিপোর্ট বই-এ রয়েছে।

১১। মুহাসাবা ঃ ইসলামী আন্দোলনের এক কর্মী অন্য কর্মীর আয়না স্বরূপ। আয়না নীরবে ব্যক্তির সঠিক চেহারাটা ফুটিয়ে তোলে। এ নিয়ে শোরগোল বা চিৎকার করে বেড়ায় না। সামনে থেকে সরে গেলে সেটা ধরে রাখে না। আবার নিখুঁত ছবিটি তুলে ধরে, কমবেশি করে না। ত্র"টি বা দাগ মুছে ফেলার পর সেটাকে জিইয়ে রাখে না। এরূপ এক কর্মী আর একজন কর্মীর নীরবে ভুল তুলে ধরতে পারেন। এদিক সেদিক বলাবলি না করে শুধু সংশি-ষ্ট ব্যক্তিকে বলবেন। বলবেন আন্ড়রিকতার সাথে তার কল্যাণকামী হয়ে। ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করার পর কোন কর্মীর দুর্বলতা যদি দূর না হয় তাহলে ইউনিট, থানা বা যে কোন সাংগঠনিক বৈঠকে খুবই মোলায়েম ভাষায় এবং বাড়াবাড়ি না করে পেশ করবেন। অবশ্য পেশ করার পূর্বে দায়িত্বশীলের সাথে আলাপ করে নেবেন। যিনি পেশ করবেন, তিনি কাউকে হেয় করার জন্য পেশ করবেন না। যার ব্যাপারে পেশ করা হবে তিনি নিজের ত্র"টি স্বীকার করে নেবেন এবং সবার দোয়া কামনা করবেন। অথবা অভিযোগ যথার্থ না হলে তিনি সুন্দরভাবে তার বক্তব্য পেশ করবেন। তবে উভয়কে বৈঠকের রায় মেনে নিতে হবে। এভাবে নেহায়েত আল-াহর সন্তুষ্টি কামনা করে পরস্পর দুর্বলতা দূর করার প্রচেষ্টার নাম মুহাসাবা বা গঠনমূলক সমালোচনা। সংগঠনের সুস্থতার জন্য এ কাজ খুবই গুর"ত্বপূর্ণ। আমাদের সংগঠনের সুস্থতা ও সজীবতা মুহাসাবার উপর অনেকটা নির্ভরশীল।

১২। বক্তৃতা অনুশীলন ঃ যে কোন বক্তব্য সঠিকভাবে ও গুছিয়ে বলতে সক্ষম হলেই বক্তার কথা লোকদেরকে ভালভাবে বুঝানো সম্ভব। এছাড়া অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলে সময় নষ্ট করাও জামায়াত পছন্দ করে না। অল্প কথায় সুন্দরভাবে জামায়াতের বক্তব্য জনগণের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য সকলের সুবক্তা হওয়া প্রয়োজন। আর আন্ড়রিক প্রচেষ্টা থাকলে এটা খুবই সম্ভব। এর জন্য দশ বা পনর জন কর্মীর একটি গ্র"প বাছাই করে একজন ভাল বক্তাকে উক্ত গ্র"পের পরিচালক নিয়োগ করতে হবে। পরিচালকের পরিচালনায় নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর গ্র"পের সকলে বক্তব্য রাখবেন। পরিচালক অত্যন্ড় মনোনিবেশ সহকারে তাদের বক্তব্য, বক্তব্যের ধরন, ভাষা, অঙ্গ পরিচালনা ইত্যাদি লক্ষ্য করবেন। তারপর দুর্বলতাগুলো তাদের

বুঝিয়ে দেবেন। এভাবে আমরা বহু সংখ্যক সুবক্তা গড়ে তুলতে পারি। অবশ্য খেয়াল রাখতে হবে একবারের প্রচেষ্টাই যথেষ্ট নয়। মাঝে মাঝে এ ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

১৩। দোয়া, যিকর ও নফল ইবাদাত ঃ আমরা এক কঠিন পরিবেশে আন্দোলন করছি। দুনিয়াবী লোভ লালসা, দারিদ্র্যের নির্মম কশাঘাত, বাতিলের কঠিন আক্রমণ ইত্যাদি আমাদেরকে মাঝে মাঝে দুর্বল করে ফেলে। এহেন অবস্থায় একমাত্র আল-াহর ভয়ই আমাদের বাঁচার পথ। মনে সব সময় আল-াহর ভয় জাগরুক রেখে আমরা এ বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারি। আর আল-াহর ভয় সব সময় জাগ্রত রাখার জন্য রাসূলুল-াহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন। বিভিন্ন কাজ-কর্মে তাঁর শেখানো দোয়া অর্থ বুঝে মন দিয়ে পড়লে আল-াহর ভয় সৃষ্টি হয়। এজন্য আমাদের সকল কর্মীকে বিভিন্ন দোয়া ও যিকর শিখে নিতে হবে। তারপর বিভিন্ন কাজে ব্যস্ড়তার মুহূর্তে তা পড়তে হবে। নফল কাজ হলেও প্রয়োজনের দৃষ্টিতে এটা অত্যন্ড় গুরত্বপূর্ণ।

আল-াহর সাথে নিবিড়তম সম্পর্ক স্থাপনের জন্য নফল নামায ও নফল রোযা খুবই ফলপ্রসূ। যখনই সম্ভব তখনই নফল নামায ও নফল রোযা আদায় করা উচিত। বিশেষ করে প্রতি চন্দ্রমাসে একাধিক রোযা রাখা যেতে পারে। তাহাজ্জুদ নামায হচ্ছে উৎকৃষ্টতম নফল ইবাদাত। বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য তাহাজ্জুদ নামায ফলদায়ক। সারা পৃথিবীর মানুষ যখন ঘুমে আচ্ছন্ন থাকবে, গোটা পরিবেশ যখন নীরব নিথর ও স্ড়ব্ধ হয়ে যাবে, তখন আল-াহর দ্বীন কায়েমের যিন্দা দিল সৈনিক আরামের ঘুম কুরবানী করে তার প্রভুর সাথে কথাবার্তা বলার জন্য ব্যাকুল হয়ে বিছানা ত্যাগ করবে ও পড়বে ঃ

(আল-াহুম্মা লাকা আসলামতু ওয়া বিকা আমানতু ওয়া আলাইকা তাওয়াক্কালতু, ওয়াইলাইকা আনাবতু, ওয়া বিকা খাছামতু, ওয়া ইলাইকা হাকামতু।)

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমারই অনুগত হলাম, তোমার প্রতি ঈমান আনলাম, তোমার উপর ভরসা করলাম, তোমার দিকে আমি নির্বিষ্ট হলাম, তোমার জন্যই আমি লড়াই করছি এবং তোমার দরবারেই আমি ফরিয়াদ জানাচ্ছি।"

তারপর অজু করবে। জায়নামায বিছিয়ে দাঁড়াবে, নিষ্ঠার সাথে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করবে, কুরআন তিলাওয়াত করবে। নামায শেষে হাত তুলে প্রভুর দরবারে মুনাজাত করবে। মাগফিরাতের জন্য ফরিয়াদ করবে, গুণাবলী বিকাশের জন্য সাহায্য চাইবে, আন্দোলনের উন্নতির জন্য দোয়া করবে। ব্যাকুলভাবে কান্নাকাটি করবে। এভাবে আল-াহর নৈকট্য হাসিলের সুযোগ পাবে।

১৪। সামষ্টিক খাওয়া ঃ মাঝে মাঝে সবাই মিলে একত্রে খাওয়ার প্রোগ্রাম করা যেতে পারে। এতে পারস্পরিক সম্পর্ক মজবুত হয়। অপরকে জানার সুযোগ হয়। অবশ্য এক্ষেত্রে বাহুল্য করা যাবে না। বরং অপরের জন্য কুরবানীর নজির স্থাপন করতে হবে।

১৫। আত্মসমালোচনা ঃ নিজেকে গড়ে তোলার জন্য আত্মসমালোচনা উপযুক্ত মাধ্যম। অতএব জামায়াত কর্মীদের জন্য নিয়মিত আত্মসমালোচনা অপরিহার্য। দিনের কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে আত্মসমালোচনা ছাড়াও প্রতিটি কাজের সমাপ্তির সাথে সাথে পর্যালোচনার অভ্যাস করা প্রয়োজন। উলে-খ্য যে, আত্মসমালোচনার সঠিক পদ্ধতি ব্যক্তিগত রিপোর্ট বইয়ে লিপিবদ্ধ আছে।

তৃতীয় দফা কর্মসূচি ঃ সমাজ সংস্কার ও সমাজ সেবা

গঠনতন্ত্রের ভাষায় জামায়াতের তৃতীয় দফা কর্মসূচি হলো ঃ
"ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে সামাজিক সংশোধন, নৈতিক পুনর্গঠন ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধন ও দুস্থ মানবতার সেবা করা।"
কেবলমাত্র কয়েকটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন বা কিছু দাওয়াতী ও সাংগঠনিক কাজ করলেই পুরাপুরি ইসলাম গ্রহণ এবং মুসলিম হিসেবে দায়িত্ব পালনের কাজ সম্পূর্ণ হয় না। সাথে সাথে সামাজিক সংস্কার ও সমাজ সেবামূলক প্রয়োজনীয় কিছু কাজেও হাত দেয়া দরকার।
এর আলোকে এ দফায় তিনটি প্রধান কাজ রয়েছে ঃ
ক) সমাজ সংশোধন ও সমাজ সংস্কার
খ) অপসংস্কৃতি রোধ ও ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ
গ) দুস্থ মানবতার সেবার লক্ষ্যে সমাজ সেবা
বর্তমানে সমাজে সমাজ সংস্কার, সাংস্কৃতিক কাজ-কর্ম ও সমাজ সেবামূলক কাজের পরিধি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব কাজ শুধু কেন্দ্রের মাধ্যমে নয়, জেলা ও থানা এমনকি ইউনিয়ন পর্যায়েও আঞ্জাম দেয়া যেতে পারে।
ক) সমাজ সংশোধন ও সংস্কার
১। **প্রচলিত কুসংস্কার সম্পর্কে সতর্কীকরণ**
আমাদের দেশে অনেক কুসংস্কার চালু আছে। এমনকি ইসলামের নামেও এমন সব কুসংস্কার চালু আছে যেগুলোর মাধ্যমে অনেকেই না

বুঝে শিরক ও বিদ'আতে জড়িত হয়ে পড়ে। এগুলো তাওহীদ ও রিসালাতের ব্যাপারে ইসলামের সঠিক ধারণা নষ্ট করে দেয়। ফলে জাতীয় জীবনে এগুলো অনেক ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। অতএব একদিকে তাওহীদ ও রিসালাত সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিতে হবে, অন্যদিকে শিরক ও বিদ'আত সম্পর্কে সতর্ক করার কাজ আঞ্জাম দিতে হবে।
মনে রাখতে হবে এ কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক কাজ। যিনি এ কাজ করবেন দ্বীন সম্পর্কে তাঁর নিজেরও সহীহ ধারণা লাভ করতে হবে। তবে এ কাজ করতে গিয়ে অযথা বিতর্কে জড়িয়ে পড়া ঠিক হবে না।

২। **ইসলামী আচার অনুষ্ঠান চালুকরণ**
আমাদের সমাজে অনেক ধরনের আচার অনুষ্ঠান চালু আছে। কিন্তু তার সবগুলোতে ইসলামী ভাবধারা পরিলক্ষিত হয় না। বিবাহ-শাদী, খাতনা, বিভিন্ন দিবস পালন, জন্মদিন, সফরে বের হওয়া, কবর যিয়ারত, শবেবরাত, দিনকাল নির্ধারণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিজাতীয় প্রভাব স্পষ্ট। এ সমস্ত ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রেই বাড়াবাড়ি করা হয় এবং শরীয়াতের বিধান স্পষ্ট লঙ্ঘন করা হয়। আবার এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলোকে শরীয়াত গুরুত্ব দিয়েছে, কিন্তু আমরা গুরুত্ব দেই না। যেমন নামায, কুরআন তিলাওয়াত, রমযানের রোযা, শবেক্বদর ইত্যাদি ব্যাপকভাবে ও যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে পালন করা হয় না। এক্ষেত্রে জামায়াত কর্মীদেরকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে নজির স্থাপন করতে হবে। রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কিরামের (রা) আদর্শ ফুটিয়ে তুলতে হবে।

৩। **পেশাভিত্তিক কাজ**
সমাজের অধিকাংশ লোক বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। চাষী, শ্রমিক, দোকান কর্মচারী, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত লোকদের বিভিন্নমুখী সুবিধা-অসুবিধা ও প্রয়োজন থাকে। অনেক ক্ষেত্রে পেশাগত স্বার্থ আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন পেশার লোকদের সমিতি গড়ে উঠে। এসব পেশাভিত্তিক সমিতি ও

সংগঠনের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণ ও সামাজিক প্রভাব বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালানো যায়।

৪। **গণশিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন**

শিশু ও বয়স্কসহ সর্বস্ড়রের জনগণকে শিক্ষিত করার প্রচেষ্টা আমাদের দেশে খুবই কম। যা আছে আদর্শের দৃষ্টিকোণ থেকে তা খুবই দুর্বল ও বিকৃত। এ কারণে সংগঠনকে দ্বিমুখী তৎপরতা চালাতে হবে।

(ক) প্রতিটি মক্তব, মাদ্রাসা, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, স্কুল ইত্যাদিতে নিজস্ব প্রভাব সৃষ্টি করা।

(খ) নিজেদের উদ্যোগে মক্তব, মাদরাসা, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, কিন্ডার গার্টেন ইত্যাদি চালু করার পদক্ষেপ নেয়া। অবশ্য এলাকার সাংগঠনিক শক্তি অনুপাতে এ কাজগুলো হাতে নেয়া উচিত।

৫। **মসজিদ সংস্কার**

যেখানে আমরা কাজ করি সেখানে এক বা একাধিক মসজিদ আছে। অধিকাংশ মসজিদে দুই ধরনের সমস্যা দেখা যায়।

(ক) অজু-এস্ড়েঞ্জার অব্যবস্থা, জায়গার অভাব, চলাচলের কষ্টকর পথ, মেরামতের অভাব, ইমাম মুয়াজ্জিনের অল্প বেতন ও থাকার সমস্যা ইত্যাদি।

(খ) অযোগ্য ও দুর্বল লোকদের পরিচালনা।

সংগঠনকে উভয়বিধ দুর্বলতা দূর করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। এলাকার লোকদেরকে সাথে নিয়ে সংগঠন এ কাজগুলো করবে। এভাবে এগিয়ে আসলে মসজিদগুলোকে আল-াহর দ্বীনের সত্যিকার কেন্দ্রে রূপান্ড়রিত করা যাবে। সমাজ পরিবর্তনে মসজিদগুলো জীবন্ড় ভূমিকা রাখতে পারবে।

৬। হাট-বাজার সংস্কার

আমাদের দেশে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে হাট-বাজারের গুর ত্ব অনেক। সেখানে সপ্তাহে এক বা একাধিক দিনে এলাকার সমস্ড় লোকের সমাবেশ ঘটে। ফলে পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ, আদান-প্রদান,

ভাব বিনিময় সাধারণত হাটগুলোতেই হয়। এখানকার পরিবেশ, কথা-বার্তা এলাকাবাসীদের উপর প্রভাব বিস্ড়ার করে। সত্যিকার অর্থে হাট-বাজারগুলোতে দ্বীনী পরিবেশ সৃষ্টি করা, দ্বীনের প্রচারের ব্যবস্থা করা, নানাবিধ জুলুম অত্যাচার থেকে জনগণকে বাঁচানোর উদ্যোগও জামায়াত কর্মীদেরকে নিতে হবে। প্রত্যেক বাজারেই মসজিদ থাকে। মসজিদের প্রয়োজনীয় সংস্কারের উদ্যোগ নিতে হবে। বাজার কমিটি ও মসজিদ কমিটি গঠনে আমাদেরকে ভূমিকা পালন করতে হবে।

৭। পাঠাগার প্রতিষ্ঠা

লেখাপড়ার ব্যাপক প্রচলন করার জন্য এলাকার পাঠাগার প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ নিতে হবে। এ সমস্ড় পাঠাগারে আমাদের আন্দোলনের সাহিত্য যাতে প্রাধান্য পায় তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। থানা কেন্দ্রে ভাল মানের একটি পাঠাগার আন্দোলনের জন্য গুর ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তাই থানা কেন্দ্রে একটি উন্নতমানের পাঠাগার কায়েমের উদ্যোগ নিতে হবে।

৮। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণ

আমাদের জনশক্তিকে সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাজ-কর্মে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কমিটিতে সদস্য হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এ ছাড়া মসজিদ, ফোরকানিয়া মাদরাসা ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কমিটিতে অংশগ্রহণে আমাদের নির্লিপ্ত থাকা ঠিক হবে না। জনশক্তি ও সাংগঠনিক মজবুতি অনুযায়ী এগুলোতে ভূমিকা রাখতে হবে। এ ব্যাপারে জনশক্তির ব্যক্তিগতভাবে যেমন ভূমিকা থাকবে, সংগঠনও তদ্র প খোঁজ-খবর রাখবে এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দান করবে।

৯। ক্লাব, সমিতি স্থাপন ও পরিচালনা

দেশের যুব সমাজকে আমাদের আন্দোলনে উৎসাহী করার জন্য এ কাজগুলো খুবই গুর ত্বপূর্ণ। কারণ তারা অবসর সময়ে এগুলোই করে বেড়ায়। অথচ এগুলোতে আমাদের কোন প্রভাব নেই। অতএব এলাকার ক্লাব, সমিতি, শরীরচর্চা কেন্দ্রগুলোর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। আর সুযোগ ও সামর্থ্য থাকলে এলাকার যুবকদেরকে নিয়ে নিজেদের উদ্যোগে ক্লাব, সমিতি স্থাপন ও পরিচালনা করতে হবে।

১০। সমাজ বিরোধী কার্যকলাপের বির দ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা

জনগণকে এ ব্যাপারে সচেতন করে তুলতে হবে। যারা অসামাজিক কাজে লিপ্ত তাদেরকে বুঝাতে হবে। প্রয়োজনে এলাকার লোকজনকে নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে এ ব্যাপারে জনগণকে সচেতন করাটাই আসল প্রতিরোধ। সচেতন জনগণকে সক্রিয় জনশক্তিতে পরিণত করে সমাজ বিরোধী কার্যকলাপের প্রতিরোধ সৃষ্টি এবং তা বন্ধ করে দিতে হবে।

খ) অপসংস্কৃতি রোধ ও ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ

অপসংস্কৃতি রোধ ঃ

অপসংস্কৃতি রোধের জন্য জনমত সৃষ্টি করাই বড় কাজ। এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর দিকে বিশেষভাবে জনগণকে আকৃষ্ট করতে হবে।

(১) সিনেমা, টিভি, ভিসিআর ইত্যাদির প্রোগ্রাম কিভাবে ও কোন পথে আমাদের ক্ষতি করছে তা জনগণকে বুঝিয়ে দিতে হবে। এগুলো যে নৈতিক মান ধ্বংস করার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে করা হচ্ছে তাও জানিয়ে দিতে হবে।

(২) অশ-ীল পত্র-পত্রিকা যে বিশেষ করে যুব সমাজকে ধ্বংস করে দিচ্ছে তা জনগণের দৃষ্টিতে আনতে হবে। এগুলোর মাধ্যমে বেকার যুবকদের অর্থ কিভাবে লুটে নেয়া হচ্ছে সে দিকেও জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। এগুলো যে একশ্রেণীর অর্থলোলুপ ব্যক্তিদের কারসাজি তাও জনগণকে জানিয়ে দিতে হবে।

(৩) বিদেশী গণমাধ্যমগুলো খবর বিকৃত করে মিথ্যা প্রচার করে। এগুলোর মাধ্যমে তারা আমাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ লাগিয়ে রাখতে চায়। শুধু তাই নয় বিদেশী শক্তি আমাদের জাতীয় চরিত্র ধ্বংস করার জন্য আমাদের প্রচার মাধ্যমগুলোকেও ব্যবহার করে। আমাদের জনগণকে এ ব্যাপারে ওয়াকিফহাল করতে হবে।

(৪) বেহায়াপনা, উলঙ্গপনা, নাচ গান ইত্যাদি আমাদের নৈতিক সত্তাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। ব্যক্তিগত আলোচনার মাধ্যমে, পত্র-পত্রিকায় লিখে এর বির"দ্ধে জনমত সৃষ্টি করতে হবে। এভাবে জনগণের ভেতরে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

(৫) হাউজী, জুয়া, প্রদর্শনী ইত্যাদি একদিকে মুষ্টিমেয় লোকদেরকে টাকার কুমীর বানিয়ে দিচ্ছে, অন্যদিকে চরিত্র ধ্বংস করে সবদিকে দিয়ে

জাতিকে দেউলিয়া করছে। এর বির"দ্ধে এলাকার লোকদের নিয়ে কার্যকর ও গঠনমূলক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

(৬) অশ-ীল বিজ্ঞাপন, জন্মনিয়ন্ত্রণ উপকরণ, নৈতিকতা বিরোধী হোটেল ব্যবসা ইত্যাদি ব্যভিচারকে উৎসাহিত করছে। যা ক্রমান্বয়ে দেশটাকে ছেয়ে ফেলছে। হাটে-বাজারে, পথে-ঘাটে, অলিতে-গলিতে, এহেন কার্যকলাপের পরিধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। একটি জাতিকে চিরতরে শেষ করে দেয়ার জন্য এর চেয়ে বড় মাধ্যম আর নেই। অতএব এর বির"দ্ধে জনগণকে প্রতিবাদী করে তুলতে হবে।

একদিকে পর্দার বিধান উপেক্ষা করে অর্ধ-উলঙ্গ নর্তকীদের নাচিয়ে আনন্দফূর্তির মাধ্যমে যুবকদের চরিত্র নষ্ট করবে, অপরদিকে ইভটিজিংয়ের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেবে এটা হাস্যকর। এ অবস্থায় মুসলিমদেরকে পর্দার পবিত্র বিধান মানার ব্যাপারে সচেতন করতে হবে এবং অন্যদেরকেও শালীন পোশাকের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ ঃ

(১) পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ঃ অধঃস্ড়ন সংগঠনগুলো উর্ধ্বতন সংগঠনের অনুমতি নিয়ে বিভিন্ন সময় সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে খরচের বাহুল্য করা যাবে না।

(২) ইসলামী গান রচনা ও প্রচলন ঃ ক্রমান্বয়ে সর্বস্ড়রে সংগঠন অনুমোদিত ইসলামী গানের প্রচলন করা যেতে পারে।

(৩) কিরাআত, ইসলামী গানের রেকর্ড ঃ ব্যাপকভাবে বাজানোর উদ্দেশ্যে কিরাআত, হামদ-নাত ও ইসলামী গানের রেকর্ড তৈরির পদক্ষেপ নিতে হবে। বাজারে প্রাপ্ত ভাল ক্যাসেট সংগ্রহ করে প্রচার করতে হবে।

(৪) প্রদর্শনী ঃ সংগঠনের শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্যের তথ্যভিত্তিক প্রদর্শনী চালু করা যেতে পারে।

(৫) জ্ঞানচর্চার অভ্যাস ঃ জনগণের মধ্যে পড়াশুনা ও জ্ঞানচর্চার অভ্যাস ও প্রচলন খুবই কম। কাজেই জনগণের মধ্যে ব্যাপকভিত্তিক জ্ঞানচর্চার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এ জন্য বাজে আড্ডা, সময় নষ্টকারী খেলাধুলা ইত্যাদির ব্যাপারে জনগণকে নির"ৎসাহিতকরণ এবং সাথে সাথে কুরআন-হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য পাঠে অনুপ্রাণিত ও অভ্যস্ড় করে তুলতে হবে।

(গ) দুস্থ মানবতার সেবার লক্ষ্যে সমাজসেবা

(১) দাতব্য চিকিৎসালয় ঃ অর্থের অভাবে সমাজের অনেক লোক চিকিৎসা পায় না, ফলে নিজেরা জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে, সমাজও ব্যাধিগ্রস্ড় হয়ে যায়। অতএব এদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা মানবিক কাজ। আমাদের ভূমিকা হবে এক্ষেত্রে অগ্রণী। যেখানে সম্ভব সেখানে আমাদের পক্ষ থেকে এ্যালোপ্যাথ অথবা হোমিওপ্যাথ দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। চিকিৎসালয়ের স্থান, ডাক্তার এবং প্রয়োজনীয় ঔষধের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েই এ কাজে হাত দেওয়া উচিত। উলে- খ্য যে স্থানীয় লোকদের সহযোগিতা নিয়ে এ কাজগুলো করতে হবে।

(২) রোগীর পরিচর্যা ঃ ডাক্তার ডেকে আনা, ঔষধ এনে দেয়া বা কিনে দেয়া, মাথায় পানি ঢালা, রোগীর পার্শ্বে বসা ও সান্ত্বনামূলক কথা বলা ইত্যাদি কাজ আঞ্জাম দেয়া খুবই জরুরী। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহরও শিক্ষা এটা। তাই এ কাজে আমাদেরকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

(৩) পরিচ্ছন্নতা অভিযান ঃ খাল, নালা, ড্রেন ইত্যাদিতে ময়লা জমে মাঝে মাঝে এলাকার জনবসতিকে অচল করে দেয়। পুকুরের কচুরিপানা মশার উপদ্রব বাড়িয়ে দেয়। স্থানীয় সংগঠন মাঝে মাঝে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালিয়ে এক্ষেত্রে জনগণের যথার্থ খেদমত করতে পারে।

(৪) রাস্ড়াঘাট মেরামত ঃ এলাকায় মাঝে মাঝে রাস্ড়া-ঘাট চলার অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। বর্ষাকালে সাঁকো বা পুলের অভাবে জনগণের চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। খেয়া নৌকার অভাবে অনেক সময় সাঁতরিয়ে পার হতে হয়। আমাদের স্থানীয় সংগঠনকে এ সমস্ড় সমস্যা সমাধানে তৎপর হতে হবে। সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। প্রয়োজনবোধে স্থানীয় জনগণকে সাথে নিয়ে রাস্ড়াঘাট মেরামত, সাঁকো স্থাপন, খেয়া নৌকার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৫) অফিস-আদালতে কাজের সহযোগিতা ঃ অফিস-আদালতে জনগণের বিভিন্নমুখী কাজ থাকে। কিন্তু সে কাজ অনেকের দ্বারা আঞ্জাম দেয়া সম্ভব হয় না। যেমনঃ চিঠিতে ঠিকানা লেখা, ফরম পূরণ করা, নোটিশ বুঝিয়ে দেয়া, দরখাস্ড় লেখা ও পেশ করা, সার, ঋণ ইত্যাদি সংগ্রহ করা, খাজনা, ট্যাক্স প্রদান ইত্যাদি কাজগুলোতে জনগণকে সহায়তা করার জন্য জামায়াত কর্মীদেরকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে এগিয়ে

আসতে হবে। আমরা এ কাজ করতে এগিয়ে আসলে সুদ, ঘুষ, দালালের জুলুম কমে আসবে। মানুষের হয়রানি কমবে।

(৬) প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আকস্মিক দুর্ঘটনায় জনগণের পাশে দাঁড়ানো বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেন নিত্য-নৈমিত্তিক হয়ে পড়েছে। টর্নেডো, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ইত্যাদি প্রায়ই হয়ে থাকে।

এছাড়া আগুন লেগে বা যানবাহনের আকস্মিক দুর্ঘটনায় সচ্ছল মানুষও আকস্মিকভাবে হয়ে পড়ে অসহায়। এসব অসহায়, দুর্দশাগ্রস্ড় বনী আদমের পাশে দাঁড়ানো মানবতার দাবি। এ দাবি পূরণে জামায়াতে ইসলামী সর্বদাই এগিয়ে এসেছে এবং সামনেও আসবে ইনশাআল-াহ। জনশক্তিকে এসব দুর্দশাগ্রস্ড় মানুষের দুর্দশা লাঘবে নিয়োজিত করতে হবে।

(৭) দুর্দশাগ্রস্ড়, বিত্তহীন ও ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা আকস্মিক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ড় মানুষের সাময়িক সহযোগিতাই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন স্থায়ী পুনর্বাসনের। তেমনি বিত্তহীন ও ছিন্নমূল অসহায় মানুষের স্থায়ী পুনর্বাসনের দরকার। জামায়াত যতটুকু তহবিল সংগ্রহ করতে পারে তা নিয়েই এ ধরনের পুনর্বাসন কাজে হাত দিতে হবে।

(৮) গরীব ছাত্রদের সহযোগিতা দান ঃ এলাকার গরীব ছাত্রদের লেখাপড়া চালু রাখার ব্যাপারে সহযোগিতা করা যেতে পারে। গরীব ছাত্রদের তালিকা প্রস্তুত করে তাদেরকে স্টাইপেন্ড প্রদান, বই-পত্র সরবরাহ এবং লজিং ও টিউশনী ঠিক করে দেয়ার প্রয়াস চালানো যেতে পারে।

(৯) বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান ঃ প্রত্যেক এলাকায় বহু সংখ্যক বেকার যুবক আছে। তারা হতাশায় ভূগছে। কেউ লেখাপড়া ও কাজ না জানার কারণে এবং কেউ চাকরির অভাবে করুণ অবস্থায় জীবন যাপন করছে। এদের কর্মসংস্থানের জন্য দায়িত্বশীলদেরকে তৎপর হতে হবে। বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান করে দেয়ার চেষ্টা নিতে হবে। বেকার যুবকদের তালিকা প্রস্তুত করে তাদের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। বিভিন্নধর্মী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও সরকারের অফিস আদালতে কর্মসংস্থানের খোঁজ নিতে হবে। এরপর যেখানে যাকে সম্ভব সেখানে তাকে নিয়োগ করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

তাদেরকে উপযুক্ত বৃত্তিমূলক ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থার মাধ্যমে সক্ষম করে তুলেও সহযোগিতা করা যেতে পারে।

(১০) কর্জে হাসানা ঃ সমাজে অভাবগ্রস্ড় লোকের ভিড়। কয়েকটি টাকা ঋণের জন্য অনেকেই অস্থিরভাবে ঘুরে। ঋণদান একটা বড় মানবিক কাজ। জামায়াত কর্মীগণ ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে কর্জে হাসানার মাধ্যমে এক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে।

(১১) ভ্রাম্যমাণ দাতব্য চিকিৎসালয় ঃ চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত লোকদের সংখ্যা এত বেশি যে, স্থানীয়ভাবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে গরীব এলাকার জন্য এটা খুবই কঠিন কাজ। এ জন্য ভ্রাম্যমাণ দাতব্য চিকিৎসালয় এক্ষেত্রে কিছুটা অভাব পূরণ করতে পারে। তবে কেবল খুব মজবুত সংগঠনই এ কাজ করতে পারে।

(১২) বিয়ে-শাদী ঃ সমাজের অবিবাহিত যুবক-যুবতীদের বিয়ে-শাদীর ব্যবস্থা করা একটি গুরত্বপূর্ণ সামাজিক কাজ। আমাদের বিভিন্ন স্ড়রের দায়িত্বশীলসহ জনশক্তির মধ্যে যাদের পক্ষে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করা সম্ভব তাদের এ ব্যাপারে সাধ্যমত ভূমিকা রাখা প্রয়োজন। এ বিষয়ে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে এবং প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে।

(১৩) পত্র-পত্রিকায় লেখা প্রেরণ ঃ এলাকার অনেক সমস্যা আছে যেগুলো স্থানীয়ভাবে সমাধান করা যায় না। এ সমস্ড় ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ ও চাপ সৃষ্টির জন্য জামায়াত কর্মীদেরকে পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করতে হবে।

(১৪) মাইয়েতের কাফন-দাফন ও জানাযায় অংশগ্রহণ ঃ মাইয়েতের কাফন-দাফন ও জানাযা ফরযে কিফায়া। কোন লোক মারা গেলে সেই এলাকার জামায়াত দায়িত্বশীল বা কর্মীর জন্য উক্ত মাইয়েতের গোসল দেয়া, কাফন পরানো, কবর খোঁড়া ও জানাযায় শরীক হওয়া অপরিহার্য দায়িত্ব হয়ে পড়ে। কোন প্রোগ্রামকে মুলতবী করে হলেও মাইয়েতের কাফন-দাফন ও জানাযায় শরীক হওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

(১৫) প্রতিষ্ঠিত সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের সহযোগিতা গ্রহণ

ক্লাব বা সমিতির নামে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে। সমাজ সচেতন কর্মী ও যুবকদেরকে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থাকতে দেখা যায়। এ জন্য ব্যক্তিগতভাবে টার্গেট নিয়ে ক্লাব বা সমিতির ভাল কাজগুলোর সহায়তা করে অথবা অন্য কোনভাবে সম্পর্ক স্থাপন করে প্রভাব সৃষ্টি করা দরকার। এভাবে প্রভাব সৃষ্টির মাধ্যমে ভাল কাজের দিকে প্রতিষ্ঠানগুলোকে উদ্বুদ্ধ করা এবং খারাপ কাজ থেকে প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাঁচানো যেতে পারে। প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের উদ্বুদ্ধ করে ইসলামী দিবসসমূহ পালন করা যেতে পারে।

(১৬) সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা সৃষ্টি

দাওয়াতী কাজ করার জন্য এগুলো অত্যন্ড় ভালো মাধ্যম। অবশ্য এর মাধ্যমে বিলম্বে ফল পাওয়া যায়। কিন্তু ধৈর্য হারিয়ে ফেলা যাবে না। কারণ ফল বিলম্বে পাওয়া গেলেও এ প্রক্রিয়ায় দাওয়াত খুবই সুদূরপ্রসারী হয়ে থাকে। এজন্য প্রত্যেকটি ইউনিটের কর্মীদেরকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে রাস্তাঘাট, মসজিদ গড়া ও সংস্কার এবং ক্লাব, সমিতি গঠন ইত্যাদি কাজে এগিয়ে আসতে হবে। এসব ক্লাব বা সমিতির মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, গুরুত্বপূর্ণ দিবস পালন এবং সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগও নেয়া যেতে পারে। এ ধরনের কাজের মাধ্যমে সমাজের সর্বস্ড়রের লোকদের সাথে পরিচিতি ঘটে যা দাওয়াতী কাজের জন্য সহায়ক।

চতুর্থ দফা কর্মসূচি ঃ রাষ্ট্রীয় সংস্কার ও সংশোধন

গঠনতন্ত্রের ভাষায় জামায়াতের চতুর্থ দফা কর্মসূচি হলো ঃ
"গণতান্ত্রিক পন্থায় সরকার পরিবর্তন এবং সমাজের সর্বস্তরে সৎ ও চরিত্রবান লোকের নেতৃত্ব কায়েমের চেষ্টা করা।"
অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় সংস্কার বা সরকারের সংশোধনই হচ্ছে এ দফার মূল কাজ। এসব কাজের মাধ্যমেই আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েম হবে।
নিম্নোক্ত কাজগুলো এ দফার অন্তর্ভুক্ত ঃ

১। **সমাজ বিশ্লেষণ**

আমাদের সমাজকে জানতে হলে এর কাঠামো, পরিবেশ, গতিধারা, পরিধি ইত্যাদি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। এর দুর্বল দিকগুলো খুঁজে বের করতে হবে। ভাল দিকগুলো উপলব্ধি করতে হবে। আর অনুসন্ধান ও মূল্যায়নের মাধ্যমে আমাদের কর্তব্য, কৌশল ও পদক্ষেপ নিরূপণ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, সামাজিক মূল্যায়নে ভুল করে বসলে সমূহ ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা আছে। উর্ধ্বতন সংগঠনেরই দায়িত্ব সামাজিক মূল্যায়ন করা। অধঃস্তন সংগঠনগুলো সে মূল্যায়নকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করে কাজ করবে।

২। **রাজনৈতিক বিশ্লেষণ**

এটাও মূলত উর্ধতন সংগঠনের কাজ। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, গতিধারা ও চরিত্র নিরূপণ করে নিতে হবে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও শক্তির তৎপরতার যথার্থ মূল্যায়ন করতে হবে। বিশেষ করে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর রাজনৈতিক দর্শন, লক্ষ্য ও চরিত্র যথাযথভাবে বুঝতে হবে। বৈদেশিক শক্তির প্রভাব-প্রতিপত্তি, দেশের অভ্যন্তরে তাদের কর্মকৌশল ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সঠিকভাবে নির্ণয় করতে হবে। জনগণের রাজনৈতিক চেতনা, চিন্তার বিন্যাস ও উপলব্ধি ক্ষমতা আঁচ করতে হবে। তাদের মন-মানসিকতা, চাওয়া-পাওয়া ও ঝোঁক প্রবণতা ভাল করে বুঝতে হবে। দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক পরিবেশ, সাংস্কৃতিক গতিপ্রবাহ ও সার্বিকভাবে নৈতিক মান ইত্যাদির বাস্তবধর্মী মূল্যায়ন করতে হবে। মূল্যায়নের ভিত্তিতে আমাদের রাজনৈতিক কর্মকৌশল, বক্তব্যের ধরন, পদক্ষেপ ইত্যাদি সুনির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করতে হবে। দলীয় উপায়-উপকরণ ও জনশক্তির যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে উপযুক্ত প্রয়োগ পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে। এই রাজনৈতিক বিশ্লেষণের আলোকে সংগঠনের সর্বপর্যায়ে গোটা জনশক্তিকে ধারণ ক্ষমতানুযায়ী সচেতন ও শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

৩। **বিবৃতি প্রদান**

দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। প্রয়োজনবোধে জনমত সৃষ্টি ও সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য বিবৃতি প্রদান করতে হবে। কারণ আধুনিক রাজনীতিতে বিবৃতিও আন্দোলনের অংশ।

অধঃস্তন সংগঠনগুলো এলাকার সমস্যা সমাধানের জন্য মাঝে মধ্যে বিবৃতি প্রদান করতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে জামায়াত কোন বিবৃতি সর্বস্ব দল নয়।

৪। **স্মারকলিপি পেশ**

জামায়াত নীতিগতভাবে গঠনমূলক আন্দোলন করে। সমস্যা যেমন তুলে ধরে তেমনি সমাধানও পেশ করে। অযথা হৈ চৈ বাধানোর চেয়ে কাজ আদায় করাই জামায়াতের নিকট পছন্দনীয়। এ জন্য স্থানীয় ও জাতীয় সমস্যা ও তার সমাধানের দিক নির্দেশ করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি পেশ করা যেতে পারে। স্মারকলিপি

খুবই স্পষ্ট, মার্জিত ও সরল ভাষায় হওয়া দরকার। কোথাও স্মারকলিপি পেশ করতে হলে
অধঃস্ড়্ন সংগঠন পূর্বাহ্নে উর্ধ্বতন সংগঠনের সাথে কথা বলে নেবে।

৫। **দাওয়াতী জনসভা**

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশে একটি দুর্নীতিমুক্ত, শোষণহীন স্বাধীন-সার্বভৌম ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়। যেখানে থাকবে পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা এবং প্রতিটি নর-নারী পাবে পরিপূর্ণ মানবিক অধিকার ও মর্যাদা। জামায়াত বিশ্বাস করে জনগণের আস্থা, সমর্থন ও সহযোগিতা নিয়ে একটি নির্বাচিত সরকারের পক্ষেই ক্রমান্বয়ে এ ধরনের একটি শক্তিশালী, সমৃদ্ধিশালী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

এজন্যে সর্বস্তরের গণমানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। এ কাজ মুসলিমদের নৈতিক, মানবিক ও ঈমানী কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য গ্রাম, ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, পৌরসভা, উপজেলা/থানা বা গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ভিত্তিক নিয়মিত জনসভার আয়োজন করা যেতে পারে। প্রয়োজনীয় যাবতীয় প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা পূর্বেই গ্রহণ করতে হবে যাতে জনসভাকে পূর্ণ সফল ও সার্থক করে তোলা যায়।

৬। **পথসভা, গণজমায়েত, মিছিল, জনসভা ও বিক্ষোভ**

জনগণের দাবি আদায়ে তাদেরকে সচেতন করা, অন্যায় জুলুমের প্রতিরোধ সৃষ্টি করা, ক্ষমতাসীন মহলের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য অবস্থা, পরিবেশ ও প্রয়োজনীয়তা বুঝে জামায়াত পথসভা, গণ জমায়েত, মিছিল, জনসভা ও বিক্ষোভের আয়োজন করে থাকে। আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলেই এ কাজগুলো করা হয়।

৭। **প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ**

প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োজিত দায়িত্বশীলদের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে। এসব দায়িত্বশীলগণ দেশের আইন-শৃংখলা তথা সার্বিক পরিস্থিতির জন্য নিয়োজিত। তাদের সাথে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে দ্বীনের দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা করা যেতে পারে।

তাদেরকে বই-পত্র উপহার দেওয়া যেতে পারে। এভাবে প্রশাসনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতা লাভ করা যেতে পারে।

৮। **রাজনৈতিক যোগাযোগ**

জামায়াত বিশ্বাস করে যাঁরা রাজনীতি করেন তাঁরা দেশের ও মানুষের কল্যাণ চান। এ জন্য জাতীয় কল্যাণের স্বার্থে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মত ও পথের পার্থক্য সত্ত্বেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টির উদ্যোগ নিতে হবে। ইসলামী আদর্শের নিরিখে দেশ ও জাতির কল্যাণের দিকে সকলকে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস চালাতে হবে।

দলীয়ভাবে চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও যেন ব্যক্তিগত যোগাযোগ থাকে সেরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

৯। **সাংবাদিকদের সাথে যোগাযোগ ও সাংবাদিক সম্মেলন**

জামায়াত নেতৃবৃন্দকে স্থানীয় সাংবাদিকদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে এবং সবসময় যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হবে। গুর্বত্বপূর্ণ জাতীয় ও স্থানীয় ইস্যুতে সাংবাদিক সম্মেলন করা যেতে পারে।

১০। **বার লাইব্রেরীতে যোগাযোগ**

রাজনৈতিক ময়দানে আইনজীবীগণ গুর্বত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে থাকেন। আইনজীবীদের সমাবেশ স্থল হলো বার লাইব্রেরী। জামায়াত নেতৃবৃন্দকে বার লাইব্রেরীর মাধ্যমে আইনজীবীদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতে হবে। সময় সময় আইনজীবীদের সমাবেশে জামায়াত নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখতে পারেন।

১১। **ব্যবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ**

মুক্তবিশ্বে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ই প্রকৃতপক্ষে রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এ ক্ষেত্রে চেম্বার অব কমার্সও গুর্বত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। চেম্বার অব কমার্সের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ সৃষ্টি করে আদর্শের দাওয়াত দিতে হবে। এলাকায় এলাকায় আদর্শের অনুসারী ব্যবসায়ীদের সমিতি বা সংস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে।

১২। **পত্র-পত্রিকা প্রকাশ**

জামায়াতের বক্তব্য, চিন্ড়্ধারা ও ভূমিকা সম্পর্কে জনগণকে জ্ঞাত করানোর জন্য পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করতে হবে। অধঃস্ড়ন সংগঠন এ ধরনের কিছু প্রকাশ করতে চাইলে পূর্বাহ্নে ঊর্ধ্বতন সংগঠনের অনুমতি নিতে হবে।

১৩। **জনমত গঠন**

আন্ড়র্জাতিক, জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ইস্যু সৃষ্টি হয়। এ সকল ইস্যুতে সংগঠনের দৃষ্টিভঙ্গি কী- আমাদের এখন কী করণীয়- জাতিকে কোনদিকে উদ্বুদ্ধ করা দরকার- এসব ব্যাপারে চিন্ড়্ভাবনা করে মত প্রকাশ করা দরকার এবং জামায়াতের মতই যেন জনমতে পরিণত হয় এ ব্যাপারে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালানো দরকার। ব্যক্তিগত যোগাযোগ, লিফলেট বিতরণ, পোস্টার লাগানো, বই-পুস্ড়ক বিতরণ ইত্যাদি মাধ্যমগুলোকে এক্ষেত্রে কাজে লাগানো হয়। ঊর্ধ্বতন সংগঠন থেকে সরবরাহকৃত উপকরণ কাজে লাগানো ও জনমত সৃষ্টির জন্য অন্যান্য নির্দেশাবলী যথাযথভাবে মেনে চলাই এক্ষেত্রে অধঃস্ড়ন সংগঠনগুলোর কাজ। এসব কাজ নিখুঁতভাবে এবং দক্ষতার সাথে আঞ্জাম দিতে হবে।

১৪। নির্বাচন

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী গণতান্ত্রিক পন্থায় সরকার পরিবর্তনে বিশ্বাসী এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই সৎ ও যোগ্য লোককে নেতৃত্বে বসাতে চায়। সর্বস্তরের গণ মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন ও সহযোগিতা নিয়েই তা করা সম্ভব বলে জামায়াত মনে করে। সুতরাং এ লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে নির্বাচনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। জাতীয় নির্বাচনে ভাল করতে হলে স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনে অংশ নিয়ে আমাদের জনশক্তিকে আদর্শ সমাজ নেতা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তাই জাতীয় নির্বাচনের পাশাপাশি স্থানীয় নির্বাচনকেও সমপরিমানে গুরুত্ব দিতে হবে।

যে কোন পর্যায়ের নির্বাচনে ভাল করতে হলে ৪টি বিষয়ে সময় হাতে নিয়ে আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। বিষয়গুলো হচ্ছে-

i) আদর্শিক সমর্থক বলয় সৃষ্টি;

ii) তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সংগঠন;

iii) নির্বাচনী কার্যক্রমকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনার যোগ্যতা সম্পন্ন প্রয়োজনীয় জনশক্তি;

iv) গ্রহণযোগ্য নেতৃত্ব।

উপরোক্ত ৪টি বিষয়ে প্রস্তুতির জন্য পরিকল্পিতভাবে নিম্নলিখিত কাজগুলো করতে হবে ঃ

ক. ভোটার তালিকা হালনাগাদের সময় প্রকৃত ভোটারদের ভোটার হওয়ার ব্যাপারে চেষ্টা চালানো।

খ. নির্বাচনী এলাকায় তৃণমূল পর্যায়ে পুরুষ, মহিলা, শ্রমিকদের সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

গ. ভোটারদের মধ্যে ব্যাপক পরিসরে ইসলামী চিন্তা ও চেতনা সৃষ্টির জন্য বিভিন্নমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

ঘ. নির্বাচনী এলাকার ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে প্রার্থীকে অধিকতর সম্পৃক্ত হতে হবে।

ঙ. সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ ও যুবশক্তিকে আন্দোলনে শামিল করার জন্য চেষ্টা চালাতে হবে।

এ সকল কাজ বাস্তবায়নের জন্য জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ড পর্যায়ে দায়িত্বশীল নিয়োগ এবং সম্ভব হলে কমিটি গঠন করতে হবে।

১৫। রাজনৈতিক বিভাগ সৃষ্টি

জেলার রাজনৈতিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য একটি রাজনৈতিক বিভাগ থাকবে। এ রাজনৈতিক বিভাগের কাজ দুটো ঃ

(ক) ঊর্ধ্বতন সংগঠনের নির্দেশ কার্যকরকরণ

(খ) স্থানীয় রাজনৈতিক অবস্থা বিশে-ষণ ও কেন্দ্রীয় নীতিমালার আলোকে পদক্ষেপ গ্রহণ।

১৬। যাকাত আদায়ের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি

এটাও এ দফার কাজ। কারণ অর্থনীতি ও রাজনীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জুলুম-শোষণ বন্ধ করে সম্পদের সুষম বণ্টনের জন্য যাকাত ব্যবস্থা অন্যতম পথ। এ জন্য জামায়াতকে যাকাত আদায়ের পরিবেশ সৃষ্টিতে তৎপর হতে হবে। যাকাত দিতে সামর্থ্যবান লোকদের তালিকা

প্রস্তুত করে তাদের সাথে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত যোগাযোগ ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। ইসলামে যাকাতের গুরুত্ব ও আদায়ের পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় সম্বলিত হ্যান্ডবিল বা পুস্তিকা জনগণের নিকট পৌঁছাতে হবে। তাছাড়া আলোচনা সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদির মাধ্যমেও এ বিষয়ে গণ সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

জামায়াতের যাকাত ফান্ড শরীয়াত নির্ধারিত খাতেই যে ব্যবহৃত হয় তা যাকাত দাতা ভাই-বোনদের সামনে পরিষ্কার করে তুলে ধরতে হবে।

১৭। সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক জুলুমের প্রতিবাদ ও সমাধান পেশ

অর্থনৈতিক জুলুম ও শোষণে জনজীবন আজ অতিষ্ঠ। সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, কালোবাজারী, মুনাফাখোরী, চোরাকারবারী ইত্যাদিতে দেশ ছেয়ে গেছে। ফলে গরীব আরও গরীব হচ্ছে, ধনী আরও ধনী হচ্ছে। তাই স্থানীয়ভাবে ও জাতীয় পর্যায়ে যাবতীয় অর্থনৈতিক জুলুম ও শোষণের প্রতিবাদ করতে হবে ও তার সমাধান পেশ করতে হবে।

এ পর্যন্ত বিভিন্ন দফার কাজ বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এগুলো যথাযথভাবে বুঝার উপরে সঠিক অর্থে কাজের অগ্রগতি নির্ভর করে। আল্লাহ আমাদেরকে সহীহ বুঝ ও কাজ করার তাওফীক দিন। আমীন।

পরিশিষ্ট- ১

সদস্যপদের (রুকনিয়াতের) মান সংরক্ষণ ও সদস্যদের (রুকনদের) জন্য জরুরী কতিপয় জ্ঞাতব্য ঃ

	বিষয়	মান	সাধারণ মান	বিপদসীমা
০১.	কোরআন অধ্যয়ন	৩০	২৫	২০
০২.	হাদীস অধ্যয়ন	৩০	২৫	২০
০৩.	ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন	৩০০	২০০	১০০
০৪.	জামায়াতে নামায	১৫০	১২৫	১০০
০৫.	দাওয়াতী টার্গেট সাক্ষাত	৫	৩	২
০৬.	কর্মী টার্গেট সাক্ষাত	৪	৩	২
০৭.	সদস্য (রুকন) টার্গেট সাক্ষাত	৬	৩	২
০৮.	কর্মী যোগাযোগ	৩	২	১
০৯.	পারিবারিক বৈঠক	৪	২	১
১০.	সামাজিক কাজ	২০	১০	৫
১১.	সময় দান	৯০ ঘণ্টা	৭৫ ঘণ্টা	৬০ ঘণ্টা
১২.	সাংগঠনিক বৈঠকাদিতে যোগদান	১০০%	৭৫%	৫০%
১৩.	ময়দানের কর্মসূচিতে উপস্থিতি	১০০%	৭৫%	৫০%
১৪.	রিপোর্ট সংরক্ষণ	৩০	২৫	২০
১৫.	আত্মসমালোচনা	৩০	২৫	২০

১৬. মাসিক এয়ানত প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে নিয়মিত আদায় করতে হবে। কোন অবস্থাতেই ৩ মাস বাকী রাখা যাবে না। এয়ানত আয়ের অন্তত ৫% হওয়া উচিত।

১৭. ৪৮ ঘণ্টার জন্য জেলা/মহানগরীর বাইরে যেতে হলে উপজেলা/থানা আমীর থেকে ছুটি নিতে হবে। ৪৮ ঘণ্টার বেশি সময়ের জন্য বাইরে যেতে হলে জেলা/ মহানগরীকে জানাতে হবে।

১৮. ব্যক্তিগত রিপোর্ট বিপদসীমা অতিক্রম করলে নির্দিষ্ট কারণ রিপোর্টের সাথে লিখিতভাবে জানাতে হবে। সাংগঠনিক বৈঠকাদি ও ময়দানের কর্মসূচি হতে ছুটি ছাড়া অনুপস্থিত থাকলে স্বল্প সময়ের মধ্যেই কারণ লিখিতভাবে জানাতে হবে।

১৯. সংগঠনের যে কোন সিদ্ধান্ত এবং যে কোন পর্যায়ের দায়িত্বশীলের ব্যাপারে মন্তব্য বা সমালোচনা সাংগঠনিকভাবেই করতে হবে। কোন অবস্থাতেই অসাংগঠনিক ও অসাংবিধানিক পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে না।

পরিশিষ্ট-২

কর্মী গঠন ও কর্মীদের মানোন্নয়ন

কর্মী ঃ

কর্মী সংগঠনের অন্যতম মৌলিক উপাদান। দ্বীন প্রতিষ্ঠার সামগ্রিক তৎপরতায় লিপ্ত সংগঠনের আওতাভুক্ত সকল জনশক্তিই আমাদের কর্মী। মান উন্নয়নের সুবিধার্থে জনশক্তির স্তর বিন্যাস করা হয়েছে ঃ সহযোগী সদস্য, কর্মী, সদস্য (রুকন)।

কর্মী হওয়ার শর্ত ঃ

১। ব্যক্তিগত রিপোর্ট রাখা।
২। বৈঠকে উপস্থিত হওয়া।
৩। নিয়মিত ইয়ানত দেওয়া।
৪। দাওয়াতী কাজে অংশগ্রহণ।
৫। সামাজিক কাজ করন।

কর্মী গঠনের পদ্ধতি ঃ

১। কর্মী গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা।
২। সম্পর্ক স্থাপন ও সাহচর্যদান।
৩। পরিকল্পিতভাবে বই পড়ানো। এ জন্য লাইব্রেরীগুলোতে পর্যাপ্ত পাঠ্যসূচিভুক্ত বই থাকতে হবে।
৪। অন্তর্দ্বন্দ্ব নিরসন ও উৎসাহ দান, অন্য মতবাদের অসারতা তুলে ধরা, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা।

৫। সাংগঠনিক পরিবেশে আনয়ন।
৬। প্রাথমিক ইবাদাত সমূহের প্রতি মনোযোগীকে কাছে থেকে বা রেখে ত্রুটি সংশোধন করা।
৭। দায়িত্ব দেওয়া ও রিপোর্ট নেওয়া।
৮। ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহে উদ্বুদ্ধ করা।
৯। প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দান।
১০। দাওয়াতী কাজে নিয়োগ করা, গ্রুপ দাওয়াতী কাজে সাথে নেয়া।
১১। নিয়মিত তত্ত্বাবধানে রাখা।
১২। আন্তরিকতার সাথে দোয়া করা।

কর্মীদের মানোন্নয়ন ঃ

১। পরিকল্পনা গ্রহণ (কর্মীদের সমস্যা ও সম্ভাবনার আলোকে)
২। পাঠ্যসূচি অনুযায়ী অধ্যয়নের তদারকী, পাঠ দেয়া তা দেখা, কুরআন হাদিস সাহিত্য পাঠাগারে না থাকলে সংগ্রহ করে দেয়া।
৩। ইবাদাতে নিষ্ঠা সৃষ্টি, জামায়াতে নামাযের প্রতি গুরুত্ব দান, ফজরে ডেকে দেয়া ইত্যাদি।
৪। আখলাক ও মুয়ামালাত সুন্দর করা।
৫। দায়িত্বদান ও তত্ত্বাবধান।
৬। ত্যাগ ও কুরবানির মনোভাব সৃষ্টি।
৭। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দান।
৮। উর্ধ্বতন দায়িত্বশীলদের সাহচর্যে আনয়ন।

পরিশিষ্ট-৩
সম্মেলন ও বৈঠকাদি পরিচালনা

বৈঠকাদি ও সম্মেলনের নমুনা কার্যসূচি

১। ইউনিটে মাসে ৪টি প্রোগ্রাম নিম্নরূপ ঃ

প্রথম সপ্তাহে কর্মী বৈঠক

i) উদ্বোধনী বক্তব্য
ii) অর্থসহ কুরআন তিলাওয়াত/হাদীস পাঠ
iii) ব্যক্তিগত রিপোর্ট পেশ, মন্তব্য ও পরামর্শ
iv) ইউনিটের মাসিক রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা
v) পরিকল্পনা গ্রহণ
vi) কর্ম বণ্টন
vii) সমাপনী বক্তব্য

দ্বিতীয় সপ্তাহে সাধারণ সভা বা দাওয়াতী সভা

i) উদ্বোধনী বক্তব্য
ii) ব্যাখ্যাসহ কুরআন তিলাওয়াত/হাদীস পাঠ
iii) নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর বক্তৃতা
iv) জামায়াতের পরিচয় ভিত্তিক বক্তব্য
v) সভাপতির ভাষণ

vi) পরিচিতি/পুস্তক বিতরণ

নোট ঃ সাধারণ সভায় মহল্লার নতুন লোকদের অধিক হারে উপস্থিত করানোই কর্মীদের দায়িত্ব হবে।

তৃতীয় সপ্তাহে প্রশিক্ষণ (তারবিয়াতী) বৈঠক

i) অর্থসহ কুরআন তিলাওয়াত

ii) সহীহ করে আল কুরআন পড়তে শেখা

iiর) জরুরী দোয়া/মাসায়েল শেখা

iv) সামষ্টিক পাঠ (বই, কুরআনের বিশেষ অংশ, হাদীস, কোন বিশেষ প্রবন্ধ-নিবন্ধ ইত্যাদি)

v) সমাপনী বক্তব্য

চতুর্থ সপ্তাহে দাওয়াতী অভিযান

আল্লাহর দ্বীনের আহ্বান পৌঁছানোর জন্য ইউনিটের সকল কর্মী গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াতী কাজে অংশগ্রহণ করবেন। ইউনিট সভাপতির নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হবে। গ্রুপের সাথে প্রয়োজনীয় দাওয়াতী উপকরণ রাখতে হবে।

২। মাসিক রুকন বৈঠক ঃ উপজেলা/থানা/ইউনিয়ন/পৌরসভা/ওয়ার্ড

i) সংক্ষিপ্ত দারসুল কুরআন/দারসুল হাদীস

ii) বিগত বৈঠকের কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন

iii) ব্যক্তিগত রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা (টার্গেট পর্যালোচনাসহ)

iv) সাংগঠনিক সমস্যা পর্যালোচনা

v) ঊর্ধ্বতন সংগঠনের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নের ব্যাপারে পরামর্শ

vi) সদস্য (রুকন) প্রার্থী সম্পর্কে আলোচনা (যদি শূরা না থাকে)

vii) মুহাসাবা

viii) বিবিধ।

ix) সমাপনী বক্তব্য

x)

৩। উপজেলা/থানা বৈঠক

i) দারসুল কুরআন/ দারসুল হাদীস

ii) বিগত বৈঠকের কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন

iii) ইউনিয়ন/ ইউনিট রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা

iv) নিছাব আদায়

v) ব্যক্তিগত রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা

vi) ঊর্ধ্বতন সংগঠনের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ

vii) সফর প্রোগ্রামসহ মাসিক পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণ

viii) সমাপনী বক্তব্য

৪। উপজেলা/থানা কর্মপরিষদ/ টীম বৈঠক

i) উদ্বোধনী বক্তব্য

ii) বিগত বৈঠকের কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন

iii) সাংগঠনিক দায়িত্বশীলের সফর প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন, রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা

iv) বিভাগীয় কাজের রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা

v) পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যালোচনা (প্রতি ৩ মাসে)

vi) সফর প্রোগ্রামসহ মাসিক পরিকল্পনা গ্রহণ

vii) ঊর্ধ্বতন সংগঠনের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ

viii) সমাপনী বক্তব্য

ix)

৫। উপজেলা/থানা সম্মেলন

(সর্বস্তরের জনশক্তি নিয়ে)

i) উদ্বোধনী বক্তব্য

ii) দারসুল কুরআন

iii) ক) মোট আয়-ব্যয়সহ ইউনিয়নভিত্তিক রিপোর্ট পেশ
খ) মোট আয়-ব্যয়সহ থানার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পেশ
গ) রিপোর্ট পর্যালোচনা

iv) বিষয় ভিত্তিক আলোচনা

v) সাধারণ প্রশ্নোত্তর
vi) সমাপনী বক্তব্য

৬। ষান্মাসিক সদস্য (রুকন) সম্মেলন (জেলা/মহানগরী)

i) উদ্বোধনী বক্তব্য
ii) দারসুল কুরআন/ দারসুল হাদীস
iii) বিগত সদস্য (রুকন) সম্মেলনের কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন
iv) ব্যক্তিগত রিপোর্ট পর্যালোচনা
v) সদস্য (রুকন) টার্গেট পর্যালোচনা
vi) জেলা/মহানগরী সাংগঠনিক ও বাইতুলমাল রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা
vii) সাংগঠনিক ও ব্যক্তিগত সমস্যা আলোচনা
viii) মুহাসাবা
ix) বিষয়ভিত্তিক আলোচনা
x) সাধারণ প্রশ্নোত্তর
xi) সমাপনী বক্তব্য

৭। জেলা/মহানগরী বৈঠক

i) উদ্বোধনী বক্তব্য
ii) দারসুল কুরআন
iii) কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন
iv) উপজেলা/থানাসমূহের রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা
v) নিছাব আদায়
vi) পরিকল্পনার আলোকে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ
vii) সফর প্রোগ্রাম চূড়ান্তকরণ
viii) কেন্দ্রীয় নির্দেশ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ
ix) সমাপনী বক্তব্য

৮। জেলা/মহানগরী শূরা ঃ সাধারণ অধিবেশন

i) উদ্বোধনী বক্তব্য
ii) কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন
iii) বিগত কর্মপরিষদ বৈঠকসমূহের কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন
iv) পরিকল্পনা ও বাজেট গ্রহণ/ পর্যালোচনা
v) জেলা/মহানগরী বার্ষিক রিপোর্ট অনুমোদন (সাংগঠনিক ও বাইতুলমাল)
vi) সদস্য (রুকন) প্রার্থী বিবেচনা
vii) বিভাগীয় ও সাংগঠনিক দায়িত্বশীল নিয়োগ
viii) সমস্যা আলোচনা
ix) সমাপনী বক্তব্য

৯। প্রশিক্ষণ (তারবিয়াত) প্রোগ্রামসহ কর্মী সম্মেলন (জেলা/মহানগরী)
কর্মসময় ৫-৬ ঘণ্টা (কেবল মাত্র তালিকাভুক্ত কর্মীদেরকে নিয়ে)

i) উদ্বোধনী বক্তব্য
ii) সংক্ষিপ্ত দারসুল কুরআন
iii) উপজেলা/থানাভিত্তিক সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
iv) কর্মীদের ব্যক্তিগত কার্যক্রম পর্যালোচনা (গ্রুপ ভিত্তিক)
v) জেলা/মহানগরী সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা
vi) বিষয়ভিত্তিক আলোচনা
vii) সাধারণ প্রশ্নোত্তর
viii) সমাপনী বক্তব্য

পরিশিষ্ট- ৪
বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বিষয়সমূহ ও আলোচ্য বিষয়

(ক) কার্যসূচি

১। শিক্ষা বৈঠক ঃ ৬-১৮ ঘণ্টা

i) উদ্বোধনী বক্তব্য
ii) দারসুল কুরআন/ দারসুল হাদীস
iii) এক বা একাধিক বক্তৃতা
iv) অনুশীলনী বক্তৃতা
v) সামষ্টিক আলোচনা
vi) সমাপনী বক্তব্য

বিঃ দ্র ঃ একটি শিক্ষা বৈঠকে দুটির বেশি বক্তৃতা হওয়া উচিত নয়। প্রোগ্রামে মাঝে মাঝে বিরতি থাকা দরকার।

২। শিক্ষা শিবির ঃ ২৪ ঘণ্টা থেকে কয়েকদিন

i) উদ্বোধনী বক্তব্য
ii) দারসুল কুরআন/ দারসুল হাদীস
iii) বই, বিষয় ভিত্তিক আলোচনা
iv) সামষ্টিক আলোচনা
v) নিয়মিত কাজের পদ্ধতি আলোচনা
vi) হাতে কলমে শিক্ষা

vii) বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা
viii) প্রয়োজনীয় মাসয়ালা-মাসায়েল শিক্ষা
ix) সমাপনী বক্তব্য

৩। নৈশ ইবাদাত (ইশা থেকে ফজর পর্যন্ত)

i) উদ্বোধনী বক্তব্য
ii) দারসুল কুরআন/দারসুল হাদীস
iii) বক্তৃতা/ আলোচনা
iv) নিদ্রা
v) ব্যক্তিগত ইবাদাত
vi) কুরআন তিলাওয়াত প্রশিক্ষণ
vii) মাসয়ালা-মাসায়েল শিক্ষা
viii) সমাপনী বক্তব্য

নোট ঃ শববেদারী অর্থ সারারাত জেগে থাকাও নয় আবার শিক্ষা বৈঠকও নয় বরং নিদ্রা, ইবাদাত-বন্দেগী ও দারস-আলোচনার মাধ্যমে রাত কাটানো। শববেদারীতে সাংগঠনিক বা অন্য কোন প্রোগ্রাম থাকা ঠিক নয়। এতে ইবাদাতের পরিবেশ নষ্ট হয়ে যায়।

৪। বক্তৃতা অনুশীলন

অগণিত মানব গোষ্ঠির নিকট ইসলামী আদর্শ, আন্দোলন ও সংগঠনের বক্তব্য পৌঁছানোর জন্য সুবক্তার কোন বিকল্প নেই। সুবক্তা সৃষ্টির জন্যই এই অনুশীলন।

পদ্ধতি ঃ

i) কয়েকজন কর্মী বাছাইকরণ;
ii) বিষয়বস্তু নির্ধারণ;
iii) আগেই বাছাইকৃত কর্মীদেরকে বিষয়বস্তু অবহিত করণ;
iv) নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে সকলের উপস্থিতি নিশ্চিত করণ;

v) পরিচালক বক্তৃতার যে বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ ও নোট করবেন তা হল;

- ❖ সম্বোধন পদ্ধতি;
- ❖ বক্তব্য বিষয়ে জ্ঞানের গভীরতা;
- ❖ শব্দ চয়নের মান;
- ❖ ভাষার শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা;
- ❖ বোধগম্যভাবে বক্তব্য উপস্থাপন ব্যর্থতা, সফলতা;
- ❖ বক্তব্য উপস্থাপনে ধীরতা-দ্রুততা;
- ❖ বক্তার অঙ্গভঙ্গি;
- ❖ বক্তৃতার আংগিক (প্রারম্ভিক, মধ্যভাগ, সমাপ্তি);

vi) পর্যবেক্ষণ ও নোটের ভিত্তিতে পরিচালক কর্তৃক বক্তৃতা পর্যালোচনা ও সমাপ্তি ঘোষণা।

(খ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে আলোচ্য বিষয়সমূহ

১। সদস্য (রুকন) প্রশিক্ষণ

i) শপথের আলোকে সদস্যপদ (রুকনিয়াত)
ii) সদস্যের (রুকনের) দায়িত্বানুভূতি ও কর্তব্য নিষ্ঠা
iii) সদস্যের (রুকনের) চারিত্রিক মান
iv) জানমালের কুরবানী-ঈমানের দাবি
v) শাহাদাত মুমিন জীবনের কাম্য
vi) আদর্শ মুসলিম ঃ ব্যক্তি ও পরিবার
vii) আম্বিয়ায়ে কিরামের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য
viii) সাহাবায়ে কিরামের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য
ix) ঈমান ও আকীদা
x) ইত্তেবায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
xi) ইসলামের পারিবারিক জীবন
xii) সমাজ পরিবর্তনে সামাজিক কার্যক্রমের গুরুত্ব ও পদ্ধতি
xiii) আনুগত্য, পরামর্শ ও মুহাসাবা
xiv) তাকওয়া ও ইহসান
xv) আখিরাতের জবাবদিহি

২। দায়িত্বশীলদের শিক্ষাশিবির

i) সংগঠন পরিচালনায় ইসলামী নীতি
ii) সদস্য প্রার্থী পরিচর্যা পদ্ধতি
iii) ইসলামী আন্দোলনের গণভিত্তি রচনার উপায়
iv) আমাদের কর্মনীতি
v) জনশক্তির মানোন্নয়ন ও সংগঠন মজবুতকরণ
vi) আদর্শ সংগঠকের গুণাবলী
vii) ব্যক্তি ও সমাজের ইসলাহ ঃ উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও পদ্ধতি
viii) রিপোর্ট প্রণয়ন ও রেকর্ড সংরক্ষণ
ix) গণসংযোগের গুরুত্ব ও পদ্ধতি
x) নেতৃত্বের গুণাবলী
xi) ইসলামী আন্দোলনের প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকার
xii) বাংলাদেশে ইসলামের কাজ ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা
xiii) পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
xiv) প্রোগ্রাম প্ল্যানিং ও বাস্তবায়ন
xv) ইসলামী সংগঠন ঃ অন্তর্ভূক্তি, উন্নয়ন, পরিচালনা পদ্ধতি
xvi) ব্যক্তিগত জীবনে পারিপাট্য ও সাংগঠনিক জীবনে শৃঙ্খলা
xvii) আত্মগঠন, কর্মীগঠন ও নেতৃত্বদান
xviii) উপজেলা/থানা সংগঠনকে মজবুত করার উপায়
xix) চরিত্র ইসলামী আন্দোলনের আসল পুঁজি
xx) ইসলাম বনাম সন্ত্রাসবাদ
xxi) গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও ইসলাম
xxii) আমাদের সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার ও বিদ‘আত।

৩। অগ্রসর কর্মীদের শিক্ষাশিবির

i) দাওয়াতে দ্বীনের গুরুত্ব ও পদ্ধতি
ii) ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বের গুণাবলী
iii) ইউনিটের চারটি প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন ও পরিচালনা পদ্ধতি

iv) সাংগঠনিক দুর্বলতা ঃ কারণ ও প্রতিকার
v) সদস্য (রুকন) পদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য
vi) আম্বিয়ায়ে কিরামের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য
vii) সাহাবায়ে কিরামের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য
viii) যুগে যুগে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের অগ্নিপরীক্ষা
ix) আল কুরআনের আলোকে মুমিনের জীবন
x) উলূমুল কুরআন ঃ আল কুরআনের পরিচয়
xi) ইকামাতে দ্বীন ঃ গুরুত্ব ও পদ্ধতি
xii) সালাত ঃ জান্নাতের চাবিকাঠি
xiii) ইসলামী শরীয়াতে হাদীসের গুরুত্ব
xiv) ফিকাহ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ
xv) ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সহবস্থান
xvi) জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস
xvii) সামাজিক কাজের বাস্তবায়ন পদ্ধতি
xviii) ইসলামী আন্দোলনে প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকার
xix) সহীহভাবে সালাত আদায় পদ্ধতি
xx) তাযকিয়ায়ে নাফস
xxi) আনুগত্য, পরামর্শ ও মুহাসাবা
xxii) বর্তমান বিশ্বে ইসলামী আন্দোলন
xxiii) অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানে ইসলাম
xxiv) আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় ইসলামী আন্দোলন
xxv) মানব রচিত মতবাদ বনাম ইসলাম
xxvi) আধুনিক জাহিলিয়াতের রূপ ও প্রকৃতি
xxvii) গণসংযোগ ঃ গুরুত্ব ও পদ্ধতি
xxviii) ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ
xxix) ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের ব্যবহারিক জীবন
xxx) ইসলামী রাষ্ট্রই সত্যিকার কল্যাণ রাষ্ট্র
xxxi) মানুষের উপর মানুষের প্রভূত্বই সব যুলুমের মূল কারণ
xxxii) ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র ও রাজনীতি

৪। কর্মীদের শিক্ষাশিবির

i) জামায়াতে ইসলামীর ৩ দফা দাওয়াত
ii) জামায়াতে ইসলামীর ৪ দফা কর্মসূচি
iii) জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য
iv) দাওয়াতী কাজের গুরুত্ব ও পদ্ধতি
v) সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের কবলে বাংলাদেশ
vi) ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন
vii) ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের গুণাবলী
viii) পূর্নাঙ্গ অনুসরণীয় নেতা মুহাম্মদ (সা.)
ix) ঈমান ও ইসলাম
x) আখিরাতই মুমিনের প্রকৃত মানযিল
xi) আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির উপায়
xii) ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক
xiii) ইনফাক ফি সাবীলিল্লাহ
xiv) দেশের বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের করণীয়
xv) ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান
xvi) ইসলাম একটি ভারসাম্য পূর্ণ জীবন বিধান
xvii) ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা
xviii) তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত
xix) আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার গলদ ও তার প্রতিকার
xx) আদর্শ নাগরিক গঠনের প্রকৃত উপায়-ইসলাম
xxi) মুসলিম জাতির উন্নতির প্রকৃত পথ
xxii) মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের মূল সূত্র-ইসলাম

ঃ সমাপ্ত ঃ